KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা সরকারের প্রেস
Collection : KLMLGK	Publisher : সাহিত্য-সেবক-সমিতি
Title : প্রবাসী	Size : 5" x 7.5" 12.70x 19.05 c.m.
Vol. & Number : ১/৬ ১/৫	Year of Publication : মার্চ, ১৮৯৯ ফে, ১৮৯৯
	Condition : Brittle Good
Editor : অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

৭ম, ৫ম সংখ্যা, মে ১৮৯৯।

নিশীথ সঙ্গীত ২৫৭
তরঙ্গ ও তারহীন বার্ত্তা ... ২৬২
স্বর্গীয়া কবি প্রমীলা ... ২৭৪
রাজপুতদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ ২৮২
অপূর্ব্ব মিলন ২৮৫

প্রয়াসী

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

আধুনিক নাট্যশালা ও প্রহসন ২৯৭
শ্রীভাগবত ধর্ম্ম ৩০৫
ফুলের সাজি ৩০৯
বিবিধ প্রসঙ্গ ৩১৩
প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা... ৩১৯

সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত।
(৩২।৭, বিডন ষ্ট্রীট, ৺প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী)

এর বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য তিন আনা মাত্র।

২৯ নং বিডন্ ষ্ট্রীট, এল্‌ম্ প্রেসে মুদ্রিত।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

এই সংখ্যার লেখক ও লেখিকাগণের নাম।

৺বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীগিরিশ চন্দ্র লাহা, এম্, এ, শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি, এ, শ্রীনন্দ লাল গুপ্ত, শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সরকার, শ্রীবসন্ত লাল মিত্র, শ্রীগিরিজা কুমার বসু, শ্রীঅনঙ্গ মোহন কাব্যতীর্থ, শ্রীরাখাল দাস রায়, শ্রীমতী সরলা বালা দাসী, শ্রীআশুতোষ রায় গুপ্ত, শ্রীমন্মথ নাথ সেন প্রভৃতি।

প্রয়াস সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। প্রয়াসের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত দেড় টাকা। যাহারা আপিসে আসিয়া প্রয়াস লইয়া যাইবেন তাঁহারা এক টাকায় পাইবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও প্রয়াস পাঠান হয় না। যিনি এক কালে ৫ জন গ্রাহকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন তিনি বিনা মূল্যে এক বৎসর প্রয়াস ঘরে বসিয়া পাইবেন।

২। প্রয়াসের যে কোনও গ্রাহক নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতে পারিবেন।

৩। প্রয়াসে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি ও নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ প্রদান "প্রয়াসের" মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও যোগ্যতার বিচার না করিয়া উৎসাহ দান অসম্ভব একথা যেন সকলের স্মরণ থাকে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

৪। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম বা অন্য কিছু জানিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিতে হইবে। মনিঅর্ডার শ্রীরামপ্রসাদ মিত্রের নামে পাঠাইবেন।

সাহিত্য-সেবক-সমিতি,
(স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের বাটী)
৩২।৭ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ,
কার্য্যাধ্যক্ষ

প্রয়াস প্রকাশকের অনুমত্যনুসারে এস্, কে, সাহা দ্বারা এল্ম্ প্রেসে মুদ্রিত।

[illegible] OPINIONS ON PROYASH.

[illegible] প্রয়াস" অপরিচিত [illegible] ভাষা, ভাব [illegible]

Secy. to **His Excellency, the Viceroy** to the Hony. Secy., "Sahitya Sebak [illegible]amiti" :—

GOVERNMENT HOUSE
Calcutta, the 20th February 1899.

[illegible]EAR SIR,

I have, in accordance with your request sub-[illegible]mitted to His Excellency the Viceroy the address [illegible]rom the "Sahitya Sebak Samiti" enclosed in your [illegible]etter of the 13th Instant.

His Excellency was interested in the explana-[illegible]on given in the address of the object which the [illegible]ssociation has set before it, an object which he [illegible]ishes me to say has his full sympathy, and he [illegible]rusts that the efforts of the Association will be [illegible]ontinued with success.

Prayas—The first issue of what is intended to [illegible]e the mouth-piece of the Sahitya-Sevak-Samiti, is a [illegible]reditable production. In one of the leaders, the [illegible]riter appeals to the Bangiya Sahitya-Parishad [illegible] keep an eye on the purity of the Bengali [illegible]terature of the day, and by purity he means [illegible]ot only chasteness of style, but also that of ideas. [illegible]he contributions come from writers, who lack [illegible]ncouragement in their efforts at Bengali com-[illegible]osition. The Editor says that, with the advent [illegible]f the new Viceroy, he has begun his *Prayas* [illegible]attempt) with the watch-word of Lord Curzon, [illegible] courage and sympathy." It is to be hoped that [illegible]he Editor's "courage" will receive "sympathy" [illegible]t the hands of the public.

THE INDIAN MIRROR,
29th, April, 1899.

Prayas—This is a monthly magazine in Bengali, [illegible]ontaining some sixty octavo pages printed in small [illegible]ype. Its yearly subscription is a rupee and a half

in advance for the Mofussil. It h[illegible] ur-agements to promising young write[illegible] at enlightening the common folks of Be[illegible] es lettres, on arts, on sciences and re[illegible] The contents of the third issue are almost all of them praiseworthy. We find in it a religious and a scientific subject dealt with in so simple a manner as to be easily comprehended by its readers. The article on 'Dove' has pleased us very much by its exquisite humour and its healthy tone of morality. That on 'Mother' is, for its pathos and elegance, an excellent piece of composition. Most of the poems, too, possess the charm of simplicity and harmony. From a perusal of the articles, we expect that the Sahitya-Sevak-Samiti, by which this periodical is being so ably conducted, will, if blessed with longevity, prove, highly beneficial to the inhabitants of Bengal.

THE BEHAR NEWS,

15th, April, 1899.

প্রয়াস সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত।

প্রয়াস। এই নব প্রচারিত মাসিক পত্রের আবির্ভাব সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বঙ্গীয় সাহিত্যে আজকাল সুপরিচালিত মাসিক পত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। প্রয়াসের উদ্যম দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। ইহার লেখা, ছাপা ও কাগজ প্রসংশার যোগ্য। নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইলে ও উৎকৃষ্ট রচনাসংগ্রহে যত্নের হ্রাস না হইলে পত্রখানি সাহিত্যসেবকগণের আদরণীয় হইবে।

হিতবাদী,

২৩শে বৈশাখ শুক্রবার, ১৩০৬ সাল।

প্রয়াস। মাসিক পত্র ও সমালোচক। ৩২।৭ বীডন ষ্ট্রীট, সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত। আমরা প্রয়াসের প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। কয়েকটী সুনি[illegible], সুখপাঠ্য প্রবন্ধে "প্রয়াসের" কলেবর পূর্ণ। "প্রয়াস" অপরিজ্ঞাত, অপরিচিত লেখকগণের প্রয়াস-প্রসূত; কিন্তু ভাষা, ভাব ও বিষয় নির্ব্বাচনে পরিচালকগণের প্রয়াস প্রশংসনীয়। আজিকালি যাঁহারা "অমূলক কু-সংস্কার" "অপরিণত আকাঙ্ক্ষা" "আমরা প্রতীয়মান হইয়াছিল" প্রভৃতি অদ্ভুত বাক্যাবলী প্রয়োগ করেন, তাঁহারই বড় লেখক বলিয়া গর্ব্বিত কিন্তু প্রয়াসের লেখকেরা অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত হইলেও ঐ শ্রেণীর প্রধানলেখক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রয়াসের 'সাহিত্য সমাজের উপকারিতা' প্রবন্ধটী সুযুক্তিপূর্ণ এবং সর্ব্বথা অনুমোদনীয়।

বসুমতী,

৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩০৫ সাল।

প্রয়াস—২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। লেখা ভালই হইতেছে। * * *

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ।

৪ঠা চৈত্র ১৩০৫ সাল।

প্রয়াস।—মাসিক পত্র ও সমালোচক—কলিকাতা ৩২।৭নং বিডনষ্ট্রীট সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত। উদ্দেশ্য নবীন লেখকগণকে উৎসাহ প্রদান দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজের উন্নতি বিধান করা। উদ্দেশ্য অতিশয় সৎ—সন্দেহ কি? "সাহিত্য পরিষদ" যে দু'একটী অভাবকে অভাব বলিয়া স্বীকার করেন না অথবা স্বীকার করিলেও যে অভাব মোচন করিতে ইচ্ছুক নহেন "সাহিত্য-সেবক-সমিতি"র সেই অভাব দূর করিবার প্রয়াস। "সাহিত্য পরিষদ্" হইতে বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য যথেষ্ট সাহায্য পাইতেছে। আশা করি "সাহিত্য-সেবক-সমিতি"ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অনেক উপকার করিবেন। ১ম সংখ্যা প্রয়াসে "মৌখিক আলাপের" অনেক স্থল খুব সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

উদ্বোধন,

১ম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ চৈত্র ১৩০৫ সাল।

কলিকাতায় সভাসমিতির অভাব নাই। অ[illegible] ইহার ভিতর অধিকাংশই সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু পরে ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়; চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। কিছুদিন হইল ৩২।৭ নং বিডন্ ষ্ট্রীটে "সাহিত্য-সেবক-সমিতি" বলিয়া একটী সভা ৺প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের ভবনে এইরূপ একটী সদুদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান খ্যাতনামা বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের সম্যক্ সমালোচনা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সভা হইতে কতিপয় উদ্যমশীল যুবকবর্গ কর্ত্তৃক "প্রয়াস" নামে একখানি মাসিক পত্রও চালিত হইতেছে। আমরা ইহার তিন সংখ্যা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি; গত জানুয়ারি মাস হইতে নিয়মিতরূপে 'প্রয়াস' আমাদের নিকট আসিতেছে। ইহাতে বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের অনুশীলন পড়িয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। লেখক বাবু শৈলেন্দ্র নাথ সরকারের অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া আমরা তাঁহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "আসিতে বল না তায়" শীর্ষক পদ্যটি মন্দ হয় নাই। আমরা পাঠকবর্গের নিকট উহার দু'এক ছন্দ উপহার দিতেছি:— * * *

"ফুলের সাম্বির" ভিতর "নারীর লজ্জা" শীর্ষক ফুলটি বেশ ফুটন্ত দেখিলাম। কালে লেখিকার কবিত্বশক্তির আরও বিকাশ দেখিলে সুখী হইব। "মা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পড়িয়া উহা যে মাতৃভক্ত লেখকের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে আসিতেছে তাহা বেশ বুঝা গেল। * * * "কলঙ্কিনী" গল্পটি মন্দ হয় নাই। * * * মোটের উপর পত্রটি যেরূপ ভাবে সম্পাদিত হইতেছে এরূপ ভাবে হইলে ইহা হইতে অনেক সুফল আশা করা যাইতে পারে। আমরা "প্রয়াসের" দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সোমপ্রকাশ,

২১এ চৈত্র, সন ১৩০৫।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। মে, ১৮৯৯ সাল। পঞ্চম সংখ্যা।

নিশীথ সঙ্গীত।

৺ বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

শারদ পূর্ণিমা—যামিনী যাপন।

১

দ্বিতীয় প্রহর নিশি,
কি প্রশান্ত দশ দিশি!
জ্যো'স্নায় ঘুমায় তরুলতা,
বাতাস হয়েছে স্তব্ধ,
নাহি কোন সাড়া শব্দ
পাপীয়ার মুখে নাই কথা।

২

ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে,
জ্যো'স্নার আলোক আসি' ফুটেছে অধরে।
শাদা শাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘ গুলি
নীরবে ঘুমা'য়ে আছে খেলা দেলা ভুলি',
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে।

দূরে দূরে নীল জলে
দু'একটী তারা জ্বলে,
আমার মুখের পানে দীপ্ দীপ্ চায়,
ওদের মনের কথা বুঝা নাহি যায়।

৩

একা বসি' নির্জ্জন গগনে
বল শশি, কি ভাবিছ মনে?
একটুও বাতাস নাই
তবু যেন প্রাণ পাই
তোমার এ অমৃত কিরণে।

৪

ফুল বনে ফুল ফুটে আছে
কেহ না সঞ্চরে কাছে কাছে;

তেমন আমোদ ভরে,
কে আর আদর করে,
আজি সমীরণ কোথা গেছে !

৫

নীরব প্রকৃতি সমুদয়,
নীরবে প্রাণের কথা কয়,
সমীর সুধীর স্বরে
সেই কথা গান ক'রে
আহা আজি কেন নাহি বয় !

৬

মানবেরা ঘুমা'য়ে এখন,
মোহমন্ত্রে হ'য়ে অচেতন,
নিসর্গের ছেলে মেয়ে
কেনগো র'য়েছ চেয়ে।
তোমরা কি সাধের স্বপন ?

৭

আমার নয়নে ঘুম নাই,
কেবল তোদের পানে চা'ই,
এক একবার ফিরে
চেয়ে দেখি প্রেয়সীরে
আদরে গোলাপ তুলে অলকে পরাই।

৮

শিশুর সুন্দর মুখ
দেখে পাই স্বর্গসুখ
মর্ত্তে সুখ যুবতীর প্রফুল্ল বয়ান ;
কিন্তু এই হাসি হাসি
—পরিপূর্ণ ভালবাসি—
মুখ নাই প্রেয়সীর মুখের সমান।

৯

সব চেয়ে সুধাকর
তব মুখ মনোহর,
বিহ্বল হইয়া যাই হেরিলে তোমায় ;
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে
কত কথা জাগে প্রাণে,
জানকী অশোক বনে দেখেছে তোমায়।

১০

কেকয়ী বিষাক্তশর
জর জর মর মর
থর থর কলেবর পাগলের প্রায়—
কি চক্ষে হে ! দশরথ দেখিল তোমায়,
তুমিই বলিতে পার
তুমি-ই বলিতে পার
ভাবিয়া বিহ্বল মন বুঝা নাহি যায়।
ওইরে জীবন-দীপ নেবো নেবো প্রায়,
ওইরে অন্তিম আশা আঁধারে মিশায়,
মনের সকল সাধ ফুরায় ফুরায়—
কোথা রাম রাজা হ'বে বনে কেন যায় !

১১

জন্মিতে দেখেছ তুমি ব্যাস বাল্মীকিরে,
কিরণ দিয়েছ সেই পর্ণের কুটীরে।
তপোবনে ছেলে দু'টী
কচি মুখে হাসি ফুটি
জননীর কোলে বসি' দেখিত তোমায়,
কি যে সে কহিত বাণী,
জানে তাহা ফুল রাণী,
জাগে মহা প্রতিধ্বনি অমর গাথায় ;

করি সে অমৃত পান
পৃথিবী পেয়েছে প্রাণ
ভারত-পাতাল আজো অমরার প্রায়।

১২

কবিতার জন্ম হয় তোমার কিরণে ;
ফুটে ওঠে বসন্তের ফুল্ল ফুল বনে,
যৌবন তরঙ্গ রঙ্গে
গড়ায় সাগর সঙ্গে,
অন্তিমে আনন্দে মগ্ন নন্দন-কাননে।

১৩

কখনো নামিয়া ভূমে,
আচ্ছন্ন শোকের ধূমে
শ্মশানে যোগিনী বালা কাঁদে উভরায়,
শিহরি সকল প্রাণ
সেই দিকে ধাবমান
কি যেন আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়।

১৪

এখন ভারতে তাই
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোসে অট্টহাসে কেরে কার্‌ছায়া
হা ধিক্ ! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কি-মুখী আয়া?

১৫

নেক্‌ড়ার্ গোলাপ ফুলে
বেঁধে খোঁপা পর্‌চুলে
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল
পরস্পরে গলা ধরি'
নাচিছেন যেন পরী
কি আশ্চর্য্য বিধাতার বুঝিবার ভুল !

১৬

কেন এ অলীক ভূষা,
সরস্বতী অকলুষা,
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগণে !
হেলিয়া নলিনী রাণী,
কোন্ প্রাণে খুঁজে আনি
গাঁথিয়া দোপাটী মালা দিব শ্রীচরণে ?
দু-মিনিটে ঝ'রে যা'বে
ম'রে যা'বে ক্ষুদ্র প্রাণী ;
দিওনা মায়ের পায়ে
প্রসাদি কুসুম আনি।

১৭

সব চেয়ে সুধাকর
তব মুখ মনোহর,
হেরিয়া অমর নর পশু পক্ষী প্রাণী
সচেতন অচেতন
সকলে প্রফুল্ল মন,
কি অমৃত আছে ওই আননে না জানি।

১৮

প্রিয়ার পবিত্র মুখ
উদার স্বরগ সুখ,
কেবল আমারি তরে বিধির সৃজন ;
কেহ নাই চরাচরে
প্রাণ ভোরে ভোগ করে
কারো নাই এ প্রমত্ত নেশার নয়ন।

১৯

তুমি শশি সকলের,
মোহ মন্ত্র হৃদয়ের,
নয়নের পারিজাত কুসুম অমর,
রূপ রসে ঢলঢল
চারিদিকে অবিরল
উছলে উছলে চলে সুধাংশু সাগর।

২০

করি ও অমৃত পান
প্রাণে হয় বলাধান
শুষ্ক তরু মঞ্জরে, সঞ্চরে সমীরণ,
ফুল ফোটে থরে থরে
লতা সব নৃত্য করে,
উল্লাসে উন্মত্ত প্রায় মানুষের মন।

২১

চক্রবাক চক্রবাকী
আনন্দে বিহ্বল আঁখি
হরিণী হরষ ভরে দেখিছে তোমায়;
তোমারি অমৃত ভুখে
ছুটিয়াছে ঊর্দ্ধমুখে
না জানি কি পাখী ওই শূন্যে গান গায়।

২২

জাগিল সকল তারা
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা,
মেঘগুলি ঢুলি ঢুলি কোথায় চলিল।
লুকা যে চপলা মেয়ে
থেকে থেকে দেখে চেয়ে
কি যেন মনের কথা মনেই রহিল।

২৩

যোগীর প্রশান্ত মন
শান্তিময় ত্রিভুবন
সমস্ত নক্ষত্র এক বিচিত্র স্বপন,
তোমার সুধাংশু শশি,
তাঁহার প্রাণেতে পশি'
করেছে কি অপরূপ রূপের সৃজন!

২৪

আনন্দ আনন্দ তাঁ'র
হৃদয়ে ধরে না আর
অমূর্ত্ত আনন্দময় মূর্ত্তি মনোহর,
আলিঙ্গন প্রাণে প্রাণে,
কি আজ উদয় ধ্যানে!
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক আনন্দ সাগর।

২৫

কবির প্রাণেতে পশি'
আচম্বিতে কে রূপসি,
বীণা করে খেলা করে হসিত বয়ানে;
অলস অপাঙ্গে চায়,
কবি নিজে মোহ যায়,
জগৎ জাগিয়া ওঠে একমাত্র গানে!

২৬

শোকার্ত্ত নিরাশ প্রাণে
চায় তব মুখ পানে,
ও মুখ দর্পণে দ্যাখে সেই মুখ খানি;
তোমার অমৃত পিয়া
বেঁচে আছে তা'র প্রিয়া
হেরিয়া জুড়ায় তা'র কাতর পরাণী।

২৭

প্রাণপতি দেশান্তরে
বুক তা'র কি যে করে
বলিতে পারে না সতী তোমা' পানে চায়।
সর্ব্বদর্শী রশ্মিজাল
বলে "সে তোর আছে ভাল"
একেলা একান্ত মনে ধেয়ায় তোমায়।

২৮

উদাসিনী চায় যা'কে
সে এসে দাঁড়ায়ে থাকে
দৃষ্টি পথ প্রান্ত ভাগে তোমার কিরণে,
শুনি বাতাসের বাণী
মনে করে ধ'রে আনি;
ধেও নাক পাগলিনি, প্রেমের স্বপনে!

২৯

কেন তোর ফুলরাণি
বিরস বদন খানি,
হাসি নাই মধুর অধরে,
বিলোচন ছল ছল
কপোলে গড়ায় জল
মনে মনে কাঁদ কা'র তরে?

৩০

পুরুষ পাংশুল মতি,
মনে তা'র অধোগতি,
মুখ তুলে চেয়ে আছে মিছে স্বর্গপানে;
সরল হৃদয় লুটি'
আহ্লাদে বেড়ায় ছুটি,
আর তুমি দেখা তা'র পাবে কোন্ খানে!

৩১

ধিক্‌রে অধম ধিক্
ভালবাসা 'প্লেটোনিক্'
ছদ্মবেশী রসিক মধুর "মিয়ু মিয়ু,"
প্রেমের দরাজ্ জান্,
আকাশে ঢালিয়া প্রাণ
সজোরে পাপিয়া হাঁকে 'পীহ পীহ পীহ।'

৩২

দুর্ব্বহ প্রেমের ভার
যদি না বহিতে পার
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে।
(মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছ চাঁদ)
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে।

৩৩

উথলি' অমৃত রাশি,
মুখেতে ধরে না হাসি
বিশ্বের প্রেমিক ওহে প্রিয় সুধাকর;
প্রেয়সীরো থর থর
হাসি মাখা বিম্বাধর
সাধের স্বপনময়ী মূর্ত্তি মনোহর।

৩৪

আর কিছু নাই সুখ,
ওই চাঁদ, এই মুখ,
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে দুই পাই;
যাই আমি যেই খানে
যেন আমি খোলা প্রাণে
একমাত্র পবিত্র প্রেমের গান গাই।

তরঙ্গ ও তারহীন তাড়িত বার্ত্তাবহ।

তরঙ্গ।

১। জলে তরঙ্গঃ—কোন স্থির জলাশয়ে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলে, জলাশয়ের যেখানে প্রস্তর খণ্ড পতিত হয়, তথা হইতে কতকগুলি গোলাকার তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ তীরাভিমুখে বিস্তৃত হইতে থাকে। জলাশয়ে যদি কতকগুলি শুষ্কপত্র ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে যেমন তরঙ্গ ঐ পত্র গুলিকে অতিক্রম করিয়া আসে, উহারাও তেমনি আন্দোলিত হইতে থাকে। বায়ু নিস্তব্ধ ও জল স্রোতহীন থাকিলে, শুষ্ক পত্রগুলি তরঙ্গ সকল দ্বারা আহত হইবার পূর্ব্বে জলাশয়ের যে স্থানে ছিল, তরঙ্গ নিবৃত্ত হইবার পর ঠিক্ সেই স্থানে থাকে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, জলের অণুগুলি* স্রোতদ্বারা যেরূপ (জলের উপরিভাগের সহিত সমান্তরাল গতি প্রাপ্ত হইয়া) একস্থান হইতে অপর স্থানে নীত হয়, তরঙ্গ দ্বারা সেরূপ স্থান পরিবর্ত্তন করে না। তরঙ্গ দ্বারা জলের অণুগুলি ঘড়ির দোলনী বা পেণ্ডুলমের মত স্পন্দিত হয়, ও তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই স্পন্দন দ্বারা জলের অণুগুলি জলের উপরিভাগ হইতে ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী হয়; কিন্তু তরঙ্গ জলের উপরিভাগ দিয়া ক্রমশঃ তীরাভিমুখে প্রসারিত হয়। এই স্পন্দনের নাম (transverse vibration) অনুবিস্তার কম্পন।

২। শব্দ ও বায়ু তরঙ্গ :—জলে যেমন লোষ্ট্র নিক্ষেপ দ্বারা তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, করতালি দিলে বায়ুতে সেইরূপ অদৃশ্য তরঙ্গ মালা উত্থিত

* পদার্থমাত্রকেই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিতে পারা যায়; এইরূপ এক একটী অংশকে অণু বা molecule বলা যায়।

হইয়া সর্ব্বদিকে প্রসারিত হয়। যদি দূরস্থ কোন ব্যক্তির কর্ণপটহে ঐ তরঙ্গ মালা উপযুক্ত বল সহকারে আঘাত করে, তাহা হইলে তিনি ঐ শব্দ শুনিতে পাইবেন। বায়ুর অণুগুলির কম্পন বশতঃই যে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা নানা প্রকারে প্রমাণ করা যায়। যদি বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের আধার মধ্যে একটী ঘণ্টা রাখিয়া কোন কৌশলদ্বারা ঐ ঘণ্টাটীকে ধ্বনিত করা যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ আধার হইতে বায়ু নিষ্কাশিত হইতে থাকে, ঘণ্টার শব্দও তেমনি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে; অবশেষে বায়ু সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কাশিত হইলে ঘণ্টার শব্দও আর শ্রুত হয় না। বায়ু নিষ্কাশন করিবার পূর্ব্বে ঘণ্টার কম্পন আধারস্থ বায়ুকে কম্পিত করে; এই বায়ু-কম্পন আধারের গাত্রে আঘাত করাতে আধারের অণুগুলি কম্পিত হয়; আধারের কম্পন আবার বাহিরের বায়ুতে কম্পন সঞ্চারিত করে, এই বায়ু-কম্পনই আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দের অনুভব জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু বায়ু নিষ্কাশিত হইবার পর ঘণ্টার কম্পন বায়ুর অভাব হেতু আধারে কম্পন উৎপন্ন করিতে পারে না, তজ্জন্য বাহিরের বায়ুতে কোনও কম্পন জন্মে না, সুতরাং আমাদের কোনও শব্দ জ্ঞান হয় না। একটী শূন্য বাটীকে অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই আঘাত দ্বারা বাটী কাঁপিতে থাকে। বাটীর এই কম্পন, ধীরে ধীরে অঙ্গুলী দ্বারা বাটীটী স্পর্শ করিলে বুঝিতে পারা যায়। এই কম্পমান্ বাটীটীকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে তৎক্ষণাৎ বাটীটীর কম্পন থামিয়া যায় ও তৎসঙ্গে শব্দও বিলুপ্ত হয়। এখানেও বাটীর কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হয় বলিয়াই শব্দ আমাদের শ্রুতি গোচর হয়; বাটীর কম্পন থামিলেই বায়ুর কম্পন থামিয়া যায় সুতরাং শব্দও শ্রুত হয় না।

শব্দ-তরঙ্গ দ্বারা বায়ুর অণুগুলি স্পন্দিত হয়। কিন্তু জল-তরঙ্গ ও বায়ু-তরঙ্গের প্রভেদ এই যে, জলের অণুগুলি যেমন তরঙ্গ দ্বারা জলের উপরিভাগ হইতে ক্রমান্বয়ে উপরে উঠে ও নিম্নে আসে, কিন্তু তরঙ্গ তীরাভিমুখে প্রসারিত হয়, বায়ু-তরঙ্গে সেরূপ হয় না। বায়ু-তরঙ্গ দ্বারা, তরঙ্গ যেদিকে প্রধাবিত হয়, অণুগুলিও সেই দিকেই স্পন্দিত হইতে থাকে; এই জন্যই বায়ু-তরঙ্গ দ্বারা অণুগুলি ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত ও বিস্ফারিত হয়। এইরূপ স্পন্দনের নাম (longitudinal vibration) অনুদৈর্ঘ্য কম্পন।

শূন্য গৃহে, বিস্তীর্ণ মাঠে কিম্বা উচ্চ ছাদের উপর চীৎকার করিলে সেই চীৎকারের অনুযায়ী শব্দ বা প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রত্যাবৃত্ত শব্দ তরঙ্গই এই প্রতিধ্বনির উৎপাদক। ঘরের মেঝেতে রবার বা মার্ব্বেল নিক্ষেপ করিলে ঐ রবার বা মার্ব্বেল লাফাইয়া উঠে; জলের তরঙ্গ তীরের উপর সবলে পতিত হইলে ঐ তরঙ্গ প্রত্যাহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই প্রত্যাবর্ত্তনকারী তরঙ্গকে প্রত্যাবৃত্ত তরঙ্গ বলা যায়। প্রত্যাবৃত্ত শব্দ-তরঙ্গও এই প্রকারে উৎপন্ন হয়। শব্দ-তরঙ্গ কোন প্রতিবন্ধকের উপর পতিত হইলে ঐ তরঙ্গ, দুইটী বিভিন্ন তরঙ্গে বিভক্ত হয়। একটী তরঙ্গ প্রতিবন্ধকের অণুগুলিতে কম্পন উদ্ভূত করে; অপরটী প্রতিবন্ধক দ্বারা প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে। এই শেষোক্ত তরঙ্গকে প্রত্যাবৃত্ত তরঙ্গ বলা যায়। শূন্য-গৃহে শব্দ করিলে শুদ্ধ যে গৃহ মধ্যে প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; গৃহের বাহিরেও শব্দ শ্রুত হয়। গৃহ-প্রাচীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত শব্দ-তরঙ্গ হইতেই প্রতিধ্বনির উৎপত্তি; আদি শব্দ-তরঙ্গ হইতে প্রাচীরের অণুগুলিতে যে কম্পন জন্মে, সেই কম্পন বাহিরের বায়ুতে সঞ্চারিত হয় বলিয়াই বাহিরে শব্দ শুনা যায়।

বীণায় যে তন্ত্রী ব্যবহৃত হয়, শুধু এক গাছি সেই তন্ত্রীর মুখদ্বয় যদি

দুইটী আবদ্ধ ক্ষুদ্র লৌহ কীলকে (পেরেক) টানিয়া বাঁধা যায় এবং বীণাদণ্ড (ছড়ি) দিয়া আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ তন্ত্রী হইতে অতি মৃদু ধ্বনি উত্থিত হয়। কিন্তু বীণায় ঐরূপ আঘাত করিলে শব্দ প্রবল হয়। এরূপ হইবার কারণ এই যে, শুধু তন্ত্রী কম্পিত হইলে কেবল তন্ত্রীর পার্শ্বস্থ বায়ুতেই কম্পন সঞ্চারিত হয়; কিন্তু বীণাস্থ তন্ত্রীর কম্পন বীণার পাতলা কাষ্ঠময় অবয়বে অনুকম্পন সঞ্চার করে, তজ্জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বায়ুরাশিতে কম্পন বিস্তৃত হয়; সুতরাং শব্দও অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া থাকে। মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, প্রভৃতি যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ আবদ্ধ বায়ু, চর্ম্মের কম্পন সহিত আন্দোলিত হয় বলিয়াই এই সকল যন্ত্রোত্থিত শব্দ প্রবল ও দূর ব্যাপী হইয়া থাকে। যদি কেহ স্বীয় মুখের নিকট শূন্য গর্ভ ও সরুমুখ বিশিষ্ট কোন আধার (যেমন ঘটী, বা কলসী) ধরিয়া (সুর ভাঁজিবার ন্যায়) নিম্ন (খাদ) হইতে ক্রমশঃ উচ্চ (চড়া) শব্দ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত কোনও একটী বিশেষ শব্দ, ঐ আধারস্থ বায়ু দ্বারা প্রতিধ্বনিত হইয়া প্রবল হয়। এই শব্দটী বহির্বায়ুতে যে কম্পন উদ্ভূত করে, আধারস্থ সমগ্রবায়ু সেই কম্পনের সহিত তালে তালে অনুকম্পিত হয় বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে। উন্মুক্ত মুখ ও বায়ুপূর্ণ যে কোন আধার, শব্দ বিশেষকে এইরূপে প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রবল করিতে পারে। এই প্রকার অনুকম্পন উৎপাদন করিয়া শব্দ প্রবল করাকে অনুপ্রতি-ধ্বনি (Resonance) বলা যায়।

৩। আকাশ ও আলোক তরঙ্গ:—যে সকল পদার্থ স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় নয়, অন্ধকার গৃহে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু এই গৃহে আলোক প্রবেশ করিতে দিলে, ঐ পদার্থ সকল আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়; সুতরাং আলোক দ্বারা আমাদের দৃষ্টি জ্ঞান জন্মে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে আলোকও শব্দের মত কম্পন সম্ভূত। কিন্তু শব্দের উৎপত্তির জন্য যেরূপ বায়ু বা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অন্য কোন পদার্থের কম্পন আবশ্যক, আলোকের জন্য এরূপ কোন পদার্থের কম্পন আবশ্যক করে না। কেন না বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের আধার হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিলে, আধারস্থ পদার্থ পূর্ব্ববৎ দেখিয়া থাকি ; অন্তরীক্ষস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি বিনির্গত আলোকও বায়ুহীন স্থান অতিক্রম করিয়া আসে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কল্পনা করেন যে বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বায়বীয় কোন এক পদার্থ, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছে। কি বায়বীয় পদার্থ, কি তরল পদার্থ, কি কঠিন পদার্থ, সকল পদার্থের মধ্যে এবং বায়ুহীন শূন্য দেশেও এই পদার্থ বর্ত্তমান আছে। এই পদার্থ আকাশ, ব্যোম অথবা ঈথর (ether) নামে অভিহিত হয়। এই আকাশের অণুগুলির কম্পন বশতঃই আলোকের উৎপত্তি ও সঞ্চালন হইয়া থাকে। বায়ু অপেক্ষা আকাশ অতিশয় স্থিতিস্থাপক বলিয়া শব্দের অপেক্ষা আলোকের বেগ অত্যন্ত অধিক। বায়ুতে শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৮৯ ফুট্ এবং আকাশে বা ঈথরে আলোক-বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল।

আলোক-তরঙ্গ ও শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে কম্পন সম্বন্ধে কিছু তারতম্য আছে। শব্দ তরঙ্গে বায়ুর অণুগুলির কম্পন (longitudinal) অনুদৈর্ঘ্য ; কিন্তু আলোক তরঙ্গের কম্পন (transverse) অনুবিস্তার।

শব্দোৎপাদনকারী পদার্থ যেমন কম্পিত হইতে থাকে, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থও (যেমন দীপালোক) তদ্রূপ কম্পিত হইতে থাকে ; এই কম্পন চতুর্দ্দিকস্থ আকাশে কম্পন সঞ্চার করে। এই আকাশ-কম্পন আমাদের চক্ষে উপনীত হইলে আমাদের দৃষ্টি জ্ঞান জন্মে ও আমরা ঐ পদার্থ

দেখিতে পাই। কিন্তু যে সকল পদার্থ স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় নয়, তাহারা প্রতিফলিত আলোক দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন শব্দ-তরঙ্গ কোন প্রতিবন্ধকের উপর পতিত হইয়া ফিরিয়া আসে, এবং ঐ প্রত্যাবৃত্ত তরঙ্গই প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করে, তেমনই আলোক-তরঙ্গ কোন পদার্থের উপর পতিত হইলে ঐ পদার্থ দ্বারা প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে ; এই প্রত্যাবৃত্ত আলোক-তরঙ্গই ঐ পদার্থকে আমাদের দৃষ্টি-পথের অন্তর্গত করে।

আকাশ-কম্পন যেমন আলোক রশ্মি (luminous rays) উৎপাদন করে, সেইরূপ অদৃশ্য তাপরশ্মি (invisible heatrays) এবং রাসায়নিক ক্রিয়াক্ষম অদৃশ্য রশ্মিও উৎপাদন করিতে পারে। আলোকের উৎপত্তি স্থান হইতে এই ত্রিবিধ রশ্মিই বহির্গত হয়। বহুভূমিক কাচ (ঝাড়ের কলম) দ্বারা যে কোন আলোক বিশ্লেষিত করিলে, ঐ আলোককে যথাক্রমে লোহিত, পাটল, পীত, হরিৎ, নীল, ধূমল ও অরুণ (violet) এই সাতটী মূল কিরণে বিভক্ত হইতে দেখা যায় ; কিন্তু এতদ্ব্যতীত লোহিত কিরণের বাহিরে ও অরুণ কিরণের বাহিরে আরও কতকগুলি অদৃশ্য রশ্মি আছে, ইহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। বহির্লোহিত-রশ্মি সকল (ultra-red rays) তাপ প্রদান করে, এই জন্য ইহাদিগকে অদৃশ্য তাপ-রশ্মিও বলে। বহিররুণ-রশ্মি (ultra-violet rays) সকল রাসায়নিক ক্রিয়াক্ষম। এই বহিররুণ-রশ্মি দ্বারাই আলোকচিত্র (photograph) উৎপন্ন হয়। আলোক-রশ্মি, বহির্লোহিত-রশ্মি ও বহিররুণ-রশ্মি এই ত্রিবিধ রশ্মি মধ্যে বহিররুণ-রশ্মির জন্য আকাশের এক একটী অণুর একটী মাত্র কম্পন সম্পূর্ণ করিতে, অপর দুইটী রশ্মির অপেক্ষা অল্প সময় লাগে। এই জন্য বহিররুণ-রশ্মি-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, অন্য দুই

রশ্মি-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র*। বহির্লোহিত-রশ্মি-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

তাড়িতালোক হইতে উপরোক্ত ত্রিবিধ তরঙ্গ ব্যতীত তাড়িত চৌম্বক-তরঙ্গ আকাশে সমুদ্ভূত হয়। এই তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য উল্লিখিত ত্রিবিধ রশ্মি-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বৃহৎ।

তারহীন তাড়িত বার্ত্তাবহ।

১। মার্কনির যন্ত্র :—তাড়িতালোক হইতে আকাশে যে তাড়িত-চৌম্বক-তরঙ্গ সকল (electro magneto waves) উৎপন্ন হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্রান্‌লি (M. Branly) সাহেব একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তিনি ইহাকে 'radioconductor' বা "বিকীরক-সঞ্চালক" নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এই যন্ত্র সাধারণতঃ 'coherer' বা "সংযোজক" নামে পরিচিত। মার্কনি সাহেব (Signor Marconi) এই যন্ত্রাবলম্বনে তারহীন তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালী অতি সহজ। একটী সরু কাচের নলের ভিতর একটী ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয়ের দুইটী তার বিভিন্ন ভাবে স্থাপিত আছে। আরও ঐ নলের ভিতর স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রভৃতি যে কোন এক ধাতুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু সকল সন্নিবেশিত আছে। 'সংযোজক' যন্ত্রের ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয়ের দুইটী তার পরস্পর সংযুক্ত নয় বলিয়া, ঐ ব্যাটারীতে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হয় না; বরং নলমধ্যস্থ ধাতব রেণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত বলিয়া উহারা

---

*তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য = $\frac{\text{আলোকের বেগ}}{\text{প্রতি সেকেণ্ডে একটী অণুর কম্পন সংখ্যা}}$

সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যা যেমন বেশী হইবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও (wave-length) তেমনি ক্ষুদ্র হইবে।

ব্যাটারীতে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চার পথে বাধা প্রদান করে। কিন্তু যদি কোন বহিঃপ্রদেশ হইতে তাড়িত চৌম্বক-তরঙ্গ আকাশ মধ্য দিয়া আসিয়া "সংযোজক" যন্ত্রের নলমধ্যে উপনীত হয়, তাহা হইলে নলস্থিত ধাতব রেণু সকল পরস্পর সংযুক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ হয়; সুতরাং তাহাদের তড়িৎ-পরিচালন-শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই শ্রেণীবদ্ধ রেণুগুলি নল মধ্যস্থ ব্যাটারীর তারদ্বয়কে পরস্পর সংযুক্ত করে; সুতরাং "সংযোজকে" তাড়িত প্রবাহ জন্মে। আকাশে তাড়িত চৌম্বক-তরঙ্গ থামিলে "সংযোজকের" নলস্থিত ধাতব রেণু সকল পূর্ব্ববৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় ও তাহাদের তড়িৎ-পরিচালনা শক্তিও তৎসঙ্গে বিলুপ্ত হয়; সুতরাং ব্যাটারীতে তড়িৎ-প্রবাহের লোপ হইয়া থাকে। এইরূপে একস্থানে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করিলে "সংযোজকের" সাহায্যে অপরস্থানে ইহার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব জ্ঞাত হইতে পারা যায়। বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলে "সংযোজক" যন্ত্রের তাড়িত প্রবাহ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে এবং বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলে "সংযোজক" যন্ত্রে তাড়িত প্রবাহও অল্পক্ষণ স্থায়ী হইবে। মর্সেসের তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রে, সংবাদ এই প্রণালীতেই প্রেরিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের রিলে* (Relay) ও ইণ্ডিকেটর (Indicator) নামক অংশ "সংযোজকের" ব্যাটারীর তারের মধ্যে স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে "সংযোজকে" উৎপন্ন তাড়িত প্রবাহ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলে কাগজে রেখা পাত এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলে কাগজে বিন্দু পাত হইবে। এই রেখা ও বিন্দু সাহায্যে যেমন মর্সেসের বার্ত্তাবহ যন্ত্রে

---

* Relay দ্বারা ক্ষীণ তাড়িত প্রবাহ, electro-magnet ও অপর ব্যাটারীর সাহায্যে অধিক বলবান হয়।

সংবাদ নির্ণীত হয় এখানেও তদ্রূপ নির্ণীত হইবে। সুতরাং তারহীন তাড়িত বার্ত্তাবহের জন্য যে স্থান হইতে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে তথায় যাহাতে ইচ্ছামত অল্পক্ষণ ও বেশীক্ষণ স্থায়ী তাড়িত স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করিতে পারা যায় এমন একটী যন্ত্র, ও যে স্থানে সংবাদ গ্রহণ করিতে হইবে তথায় "রিলে" সম্বলিত "সংযোজক" যন্ত্র রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

এক স্থানেই সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, তথায় ইচ্ছামত বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনকারী যন্ত্র ও 'রিলে' যুক্ত "সংযোজক" যন্ত্র এই উভয়ই থাকা আবশ্যক। কিন্তু স্বস্থানোদ্ভূত বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গজ তাড়িত তরঙ্গ দ্বারা সংযোজকের ক্রিয়া হইতে পারে। এই ক্রিয়ার প্রতিবিধানের জন্য "সংযোজক" যন্ত্রকে ধাতব আবরণে আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। এবং এইরূপ আবৃত সংযোজক যন্ত্র যাহাতে বহিঃপ্রদেশাগত তাড়িত তরঙ্গ দ্বারা চলিতে পারে, তজ্জন্য সংযোজক ব্যাটারীর একটী তার-প্রান্ত (electrode) হইতে একটী ধাতব শিক্ নভঃস্থলে খুব উচ্চ করিয়া রাখিতে হয় ও অপর তারপ্রান্ত আর একটী ধাতুময় তার দ্বারা ভূমিতে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বহুদূরে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনকারী যন্ত্রের তারপ্রান্তদ্বয়েও (electrodes) ঐরূপ করা উচিত।

সংযোজক যন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যও রক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ সংযোজক যন্ত্র যে কোন তাড়িত-চৌম্বক-তরঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। যেমন বায়ুপূর্ণআধার স্বর বিশেষ দ্বারা অনুপ্রতিধ্বনিত (resonated) হইয়া ঐ স্বরকে প্রবল করে, তেমনি এক একটী সংযোজক যন্ত্রও এক একটী বিশেষ তাড়িত তরঙ্গ দ্বারা চালিত হয়। সুতরাং এই যন্ত্র দ্বারা গোপনীয় সংবাদ নির্ব্বিঘ্নে প্রেরিত হইতে পারে।

ইটালীতে সম্প্রতি রণতরী সমূহে প্রচলিত প্রথামত পতাকা বা আলোক-মূলক সাঙ্কেতিক দ্বারা সংবাদ চালনার পরিবর্ত্তে সংযোজক যন্ত্রের দ্বারাই উক্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতেছে। এই যন্ত্র সাহায্যে দুর্গাবরুদ্ধ সৈনিকগণ স্বীয় দুরবস্থা অনায়াসে মিত্রদিগের নিকট জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইবে। প্রচণ্ড ঝটিকার সময় বা অন্ধকারে, আলোকগৃহ (light house) হইতে অদূরস্থ অর্ণবযানে এই যন্ত্র দ্বারা বিপদবার্ত্তা জানাইয়া সতর্ক করিতে পারা যাইবে।

মার্কনির যন্ত্রের কার্য্যকারিতা ইংলণ্ডের দক্ষিণস্থ কাউস বন্দরে গত বাচ্‌খেলার সময় পরীক্ষিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের যুবরাজ (Prince of Wales) রাজকীয় তরীতে থাকিয়া মার্কনির যন্ত্র দ্বারা অস্‌বরণ (Osborne) প্রাসাদস্থিতা মহারাণীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। কিংসটাউনের বাচ্‌খেলার সময়ও এই যন্ত্রের আর একটি পরীক্ষা হইয়াছে।

গত এপ্রেল মাসে মার্কনির যন্ত্রের আর একটি সন্তোষজনক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মার্কনি স্বয়ং এই পরীক্ষার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থ বোলোঁ সহরের কিছু উত্তরে উইমারো নামক গ্রামে একটি ১৮০ ফুট উচ্চ দণ্ড প্রোথিত করা হয় ও তথায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি স্থাপিত হয়; এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে সাউথ ফোরল্যাণ্ড নামক আলোক-গৃহেও ঐরূপে একটি দণ্ড প্রোথিত হয় ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি একটী গৃহে রাখা হয়। মার্কনির তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র ঠিক্ তারযুক্ত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। এই পরীক্ষা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ক্রমে ও ফরাসীয় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্যালয়ের প্রতিনিধির সমক্ষেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

২। জিক্‌লারের যন্ত্র :—দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য যত গুলি যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে অধ্যাপক জিক্‌লার (Professor Zickler) যে যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজে নির্ম্মিত হইতে পারে ও যথা ইচ্ছা তথায় লইয়া যাওয়া যায়। এই যন্ত্রের ক্রিয়া বহিররুণ রশ্মির নিম্নলিখিত ধর্ম্ম দ্বারা সাধিত হয়—(১) বহিররুণ-রশ্মির তরঙ্গাঘাতে বায়ুর বিদ্যুৎ পরিচালন ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়; হোল্টজ্ (Holtz) দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। (২) বহিররুণ-রশ্মি কাচের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না; যেমন অস্বচ্ছ পদার্থ আলোক গমন পথে বাধা প্রদান করিয়া থাকে, তেমনিই কাচ (স্বচ্ছ হইলেও) বহিররুণ-রশ্মির গমন পথে প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করে। যে স্থান হইতে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে, তথায় তেজস্কর তাড়িতালোক উৎপাদনকারী একটী যন্ত্র, একখানি বৃহৎ অন্তর্গোল দর্পণ (concave mirror)ও একটী কাচের আবরণী থাকা আবশ্যক। তাড়িতালোক উৎপাদনকারী যন্ত্রটীর আলোক যাহাতে উক্ত দর্পণের কেন্দ্র স্থানে (focus) জ্বলিতে পারে এরূপ বিধান করিতে হইবে। এবং দর্পণটীকে ঘুরাইয়া যাহাতে অভিপ্রেত দিকে একত্রীভূত রশ্মি সমূহ চালিত করিতে পারা যায়, তাহাও করা আবশ্যক। দর্পণ ও আলোক এতদুভয়ের সম্মুখে কাচের আবরণী এরূপ কৌশলে রাখিতে হইবে যে, ইহাকে ইচ্ছামত ঐ স্থানে স্থাপিত এবং ঐ স্থান হইতে অপসারিত করিতে পারা যাইবে।

যে স্থানে সংবাদ গ্রহণ করিতে হইবে তথায় একটী স্বচ্ছ প্রস্তরের লেন্স (Qartz lens) একটী কাচের আধার ও একটী ব্যাটারী থাকা আবশ্যক। লেন্সের পশ্চাতে কাচের আধারটী রাখিতে হইবে এবং আধারটীর যে পার্শ্ব লেন্সের দিকে থাকিবে তাহা স্বচ্ছ

প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত। আধারের পার্শ্বদেশে দুইটী ছিদ্র করিয়া দুই খণ্ড তার আধারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে ও ছিদ্রদ্বয় উত্তমরূপে বন্ধ করিতে হইবে। আধারস্থ তার-প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে একটীতে ক্ষুদ্র গোলক ও অপরটীতে একটী ক্ষুদ্র গোলাকৃতি থাল (disc) সংযুক্ত করিতে হইবে। এই গোলক ও থাল সিতকাঞ্চন (platinum) মণ্ডিত করা উচিত। এই ক্ষুদ্র থালটী যাহাতে লেন্সের কেন্দ্র স্থানে (focus) থাকে তাহা করিতে হইবে, এবং ঐ থালটী যেন লেন্সের নির্গত রশ্মির সহিত অর্দ্ধ সমকোণ করিতে পারে। উপরোক্ত স্বচ্ছ প্রস্তর ও কাচ নির্ম্মিত আধারের বহির্ভাগস্থ তার প্রান্তদ্বয়, ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয়ে সংযোজিত করিতে হইবে। গোলক ও থালের মধ্যে যে ব্যবধান থাকিলে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যবধান থাকা আবশ্যক। বহিররুণ-রশ্মি থালের উপর পতিত হইলেই গোলক ও থালের মধ্যে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইবে এবং বহিররুণ-রশ্মির নিবৃত্তির সহিত স্ফুলিঙ্গেরও নির্ব্বাণ হইবে। বহিররুণ রশ্মি দ্বারা বায়ুর বিদ্যুৎপরিচালনাশক্তি বর্দ্ধিত হয় বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে।

সংবাদ প্রেরণ করিবার স্থানে অন্তর্গোল দর্পণ ও তাড়িতালোকের সম্মুখস্থ কাচের আবরণীর উন্মোচন ও সংস্থাপন দ্বারা ইচ্ছামত বহিররুণ-তরঙ্গ আকাশে প্রবাহিত করিতে ও নিবৃত্ত করিতে পারা যায় এবং ইহার অনুযায়ী তাড়িত স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি, সংবাদ গ্রহণ স্থানে আধার মধ্যে সংঘটিত হয়; এইরূপ আলোক সাঙ্কেতিক দ্বারা একস্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায়। যদি কর্ণ দ্বারা সংবাদ শুনিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্যাটারীর তারের মধ্যে টেলিফোন্ যন্ত্র স্থাপিত করিতে হইবে; স্ফুলিঙ্গ যেমন

উদ্ভূত হইবে তদনুযায়ী চিড়িক্ বা ক্র্যাক্ (crack) শব্দ শ্রোতার কর্ণ গোচর হইবে। যদি মর্সেসের বার্ত্তাবহ যন্ত্রের মত সংবাদ মুদ্রিত করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যাটারীর তারের মধ্যে সাধারণ তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের রিলে ও ইণ্ডিকেটর অংশ স্থাপিত করিতে হইবে। এই প্রণালীতে জিক্‌লার প্রায় এক মাইল দূর স্থানে সংবাদ পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন। যন্ত্রের উৎকর্ষের সহিত যে দূরতার বৃদ্ধি হইতে পারিবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

স্বর্গীয়া কবি প্রমীলা নাগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রমীলার পতিপদে আত্মত্যাগ বড়ই মধুর ও আন্তরিক বলিয়া মর্ম্ম-স্পর্শী। আমরা তাঁহার সাময়িক হৃদয়োচ্ছ্বাস হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

'জীবনের সব সাধ প্রাণের বাসনা নাথ।
ঘুমাক্ ও চরণে তোমার,
তোমারি স্নেহের স্বরে মেটে যেন চিরদিন
প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা আমার।
জানিনা হৃদয় তব, দেখি নাই এজীবনে,
হাতে বেঁধে দিতেছে সংসার,
আমি শুধু এই জানি দেবতাও অদৃশ্য ত
পূজি তবু চরণ তাহার,
তোমায়(ও) দেবতা বলি দিতেছি এ পুষ্পাঞ্জলি
দিতেছি ও হৃদি উপহার।'

আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর কথা। পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও দাম্পত্য প্রণয়ের এরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিনা জানি না।

বিবাহের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর প্রমীলা-জীবনের সুখ-ময় অংশ। এই সময়ে নববধূ বেশে প্রমীলা স্বামীসদন বারুদি বা সোণারগাঁয় যাইয়া কিছুদিন বসবাস করিয়া আসিলেন। তাঁহার সাহিত্য সেবার এখনো বিশেষ কিছু ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই। প্রমীলার বড় আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বিবাহিত জীবন তাঁহার কবিতা রচনার চির অন্তরায় হইবে, তাই তিনি কুমারী অবস্থা পরিবর্ত্তন কালে সকরুণ আর্ত্তধ্বনি তুলিয়াছিলেন—

"তিন দিন দেও অবসর,
বিষাদের ক্ষীণ কায়া আজ(ও) ছড়াইয়া ছায়া
কবিতার গলা জড়াইয়া থেকে থেকে উঠিছে কাঁদিয়া,
একবার আদর করিয়া বুকে তারে রাখিব তুলিয়া,
তিন দিন দেও অবসর!
আজীবন ভালবেসে হায়,
হৃদয়ের মাঝখানে মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে,
রাখিয়াছি মুরতি যাহার সুখে দুঃখে সঙ্গিনী আমার,
পাষাণেতে বাঁধি হৃদি হায় দিব আজ তাহারে বিদায়,
তিন দিন দেও অবসর।"

প্রমীলা কল্পনায় যত আশঙ্কা করিয়াছিলেন বাস্তবিক কিন্তু তাহা ঘটে নাই। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত তাঁহার সাহিত্য সেবা তাঁহার কুমারী অবস্থারই ন্যায় চলিতেছিল। এই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় এবং শেষ কবিতা পুস্তক "তটিনী" প্রকাশিত হইল। তটিনীর অনেক গুলি কবিতাই তাঁহার কুমারী জীবনে লিখিত এবং পূর্ব্বে "সাহিত্য" "প্রতিমা" "ভারতী" "কল্পনা" ও "বামাবোধিনী" পত্রিকাতে সমাদরে

গৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবার প্রমীলার যশোভিত্তি বঙ্গ-সাহিত্যে দৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান সমস্ত সাময়িক পত্র সম্পাদকগণ এক বাক্যে লেখিকার কবিত্ব শক্তির ক্রমন্নোতি উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহার রচনার উত্তরোত্তর অধিকতর পারিপাট্য ও উৎকর্ষ স্বীকার করিলেন। বাস্তবিকই "তটিনী"র তরঙ্গ ভঙ্গ বড়ই প্রীতিপ্রদ ; ইহার মৃদুমন্দ কল্লোল বড়ই মদিরাময় এবং ইহার শ্যামলতটবাহী সুশীতল সমীর বড়ই স্নিগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী। 'সময়' ইহার প্রতিপংক্তিতেই বিচক্ষণ কবির অনুপম রচনা নৈপুণ্য দেখিলেন এবং স্ত্রীলোকের এরূপ সুন্দর কবিতা রচনা বঙ্গের অসামান্য গৌরব ও আনন্দের বিষয় মনে করিলেন। "বঙ্গ-নিবাসী" আশা করিলেন যে রচয়িত্রীর কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইলে সমগ্র বঙ্গভূমি মুগ্ধ হইবে। 'সহচর' ও 'Bengalee' প্রমীলার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা পরিহার করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রমীলারও সেই ইচ্ছা এক্ষণে হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। তিনি বড় সাধে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"মাত! বঙ্গভাষা মিটিবে কি আশা
দিবে কি চরণে স্থান ?
আকিঞ্চন পুরে সেবিতে তোমারে
তনয়া কাতর প্রাণ ?"

জননী বঙ্গভাষা বোধ হয় প্রমীলার প্রথম সাধটি পূর্ণ করিয়াছেন, এমন সেবিকা তাঁহার বড় বেশী নাই, সহজে চরণে ঠেলিতে পারিবেন না। কিন্তু হায় বিধিবশে প্রমীলার শেষ সাধটি মিটিল না, মনের সাধ তাঁহার মনেই মিশাইল।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই তিনি জননী হইলেন। পুত্র মুখ

সন্দর্শনে প্রাণময়ী প্রসূতির স্নেহের উৎস খুলিয়া গেল। তিনি মনের আবেগে প্রাণ পুতলি শিশুটিকে সোহাগ করিয়া বলিলেন—

"ওই মুখ পানে চেয়ে এ সংসার দেখিব চাহিয়ে,
ওই মুখ পানে চেয়ে বিলাইব স্নেহ ভালবাসা,
হৃদয়ে ফুটিবে পুন নির্ব্বাপিত কত সুখ আশা।
ও নিঃস্বার্থ স্নেহনীরে ভাসাইয়া এ হৃদয় মন,
ওই চারু মূর্ত্তি খানি বুকে লয়ে যাপিব জীবন।" *

প্রমীলার পুত্রপ্রেম-উথলিত হৃদয়ের বাসনা এইরূপ, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। পুত্র লাভের বৎসরেক পরে যে ভয়াবহ পীড়ার আতঙ্ক এত দিন প্রমীলার অন্তরে দুঃস্বপ্নের ন্যায় গুরুভারে বিচরণ করিতেছিল, সেই ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ সত্য সত্যই তাঁহার দেহে দেখা দিল। ভিষকেরা তাঁহার কাশ রোগ হইবার আশঙ্কা করিলেন এবং সাগর-বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করিলেন। প্রমীলার আত্মীয় স্বজনেরা ঐ ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিলেন। একান্ত অনুগত পতি এবং শিশু পুত্র সমভিব্যাহারে প্রমীলা অচিরেই সমুদ্র পথে সিংহলদ্বীপে নীতা হইলেন। কিছুদিন কলম্বো বন্দরে এবং লেভিনিয়া শৈলে অবস্থান করিয়া তিনি মান্দ্রাজে আসিলেন, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বঙ্গোপসাগরের অনন্ত বারিরাশি দর্শন করিয়া তিনি যে কবিতাটী লিখিয়াছিলেন তাহা হিন্দুললনার প্রত্যক্ষ সাগর দৃষ্টে বঙ্গ ভাষায় প্রথম কবিতা বলিয়া আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে

* সাহিত্য ১৩০৩ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রমীলা রচিত 'শিশু' শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

পারিলাম না। ইহার জন্য আমরা সুযোগ্য সহযোগী সাহিত্যের নিকট ঋণী।*

"অকূল, অনন্ত বারি, তরঙ্গিত দূর দূরান্তর ;
সীমাশূন্য কূলশূন্য অসীম এ অনন্ত-সাগর।
অনন্তের অন্তঃস্থল পৃথিবীতে রাখিতে ঢাকিয়া,
তরঙ্গিত সিন্ধুবুকে অলসেতে পড়েছে হেলিয়া।
দূর হতে দূরান্তরে ছুটিতেছে তরঙ্গ ভীষণ।
গাঢ় নীল বারি রাশি মরকত বিমল যেমন।
নিথর নীলিমাকাশ বিরাজিছে বারিধির বুকে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু ছুটিয়াছে গগনের মুখে।
সাম্য চাঞ্চল্যের এই সুগভীর মহান্ মিলন,
এক স্থির, অপরের দিগব্যাপী কল্লোলে ভীষণ।
সীমাশূন্য মহাগীত উঠিতেছে কল্লোলে কল্লোলে ;
প্রকৃতি গভীর স্থির সুগভীর সাগরের জলে।"

০ ০ ০ ০

সাগর বায়ু সেবনে এবং স্থান পরিবর্ত্তনে প্রমীলার সমূহ পীড়া উপশমিত হইয়া তিনি এরূপ প্রত্যক্ষ কায়িক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিলেন যে তাঁহার পুনঃ পীড়িত হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। তাঁহার ক্ষীণ দেহ পুষ্ট হইল, চম্পকবরণ রক্তিমাভ হইল, এবং দেহে নূতন বল ও মনে স্ফূর্ত্তি আসিল। কিন্তু হায়! এই নবস্বাস্থ্যলাভ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার ন্যায় হইল।

পুত্রলাভের দুই বর্ষ পরেই প্রমীলা কন্যা মুখ দর্শন করিলেন। এত দিনে তাঁহার নারী জীবন অখ্যায়িকার কোন অধ্যায়ই অসম্পূর্ণ রহিল না বটে, কিন্তু এইবার প্রমীলার বিবাহ বিষয়ে ৺মনোমোহন বাবুর

* সাহিত্য, পৌষ, ১৩০৪।

অমঙ্গল কল্পনা ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিণত হইল। এই দ্বিতীয় সন্ততি প্রসবের পর প্রমীলার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। এবার তাঁহার পীড়া যথার্থই ভয়ের কারণ হইল।

অশুভ সূচনা সংক্রামক। এতদিন প্রমীলার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, এই বিশ্বাস তাহার নিজ হৃদয়েই আবদ্ধ ছিল। এই বার তাঁহার জননীর অন্তরেও বুঝি অজ্ঞাতসারে এই আশঙ্কা প্রবেশ করিল। এসময়ে আসন্ন বিপদাশঙ্কার কোন কারণ ছিল না সুতরাং সে সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু তিনি একটী বিচিত্র স্বপ্ন দর্শনে ভীতা না হউন অতিশয় বিস্মিতা ও বিচলিতা হইলেন। তিনি নিদ্রাবেশে দেখিলেন যেন দুইজন দিব্যাঙ্গনা একটী শ্বেত পক্ষীপৃষ্ঠে প্রমীলার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, কিয়ৎক্ষণ তাহার সহিত কথোপকথনের পর অকস্মাৎ তাঁহাকে লইয়া অদৃশ্যা হইলেন। তিনি তাঁহার এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর স্বপ্নের অর্থ তাঁহার স্বর্গীয় ভ্রাতা মনোমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে, মনোমোহন বাবু চিন্তিত স্বরে উত্তর দিয়াছিলেন "কি জানি।" প্রিয়তমজনবিয়োগ অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ হইলে মানব-অন্তর জ্ঞাতসারে ঐ অমঙ্গল চিন্তাকে স্থান দিতে চাহেনা, কিন্তু অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ এই আত্ম প্রতারণার আয়ত্বাধীন নহে।

চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে প্রমীলা এবার নিঃসন্দেহ ক্ষয়কাশ পীড়ায় (Pthisis) আক্রান্তা হইয়াছেন। গতবারের সুফলে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে মান্দ্রাজে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু এবার ব্যাধির কিছুমাত্র প্রতিকার হইল না। বাষ্পীয় অর্ণবযানে স্বদেশে প্রত্যাগমন-কালে জলতরঙ্গে দোদুল্যমান পোতোপরি দুর্ঘটনাক্রমে উপরিতন কক্ষ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তিনি আঘাত পাইলেন। পরে জানা গেল যে

ঐ আঘাতে তাঁহার পঞ্জরের একখানি অস্থি ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। এই দুর্ঘটনা তাঁহার কঠিন পীড়াকে কঠিনতর করিয়া তুলিল। মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর আরোগ্য আশায় তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে চুনার, ও মধুপুরে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু কোন স্থলেই সুফলের সম্ভাবনা দেখা গেল না। অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় পুনরানয়ন করা হইল, এবং এই খানেই এই দুর্লভ রমণী জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইল। দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোর ব্যধির যন্ত্রণাও তাঁহার চিরমধুর স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারে নাই। পীড়িত শয্যায় তাঁহাকে দেখিলে মূর্ত্তিমতী শান্তি ও সহিষ্ণুতা বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার সরল ও পবিত্র মুখ খানিতে যন্ত্রণার চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইত না। ধীরে ধীরে তাহার স্নেহ মমতা মাখান কথাগুলি সকলেরই কর্ণে মধুক্ষরণ করিত।

এই সময় মনোমোহন বাবু উতকামন্দ যাইবার বাসনায়, প্রমীলার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেই দেখাই উভয়ের শেষ দেখা হইল। মনোমোহন বাবু সান্ত্বনাচ্ছলে ঐদিন প্রমীলাকে বলিয়াছিলেন 'মা, আমাদের সকলকেই এখান হইতে যাইতে হইবে, দুই এক দিন আগে আর পিছে। হয়ত আমিই তোমার আগে যাইব, না হয়ত তুমি আমার আগে যাইবে'। কে জানিত যে তাঁহার এই কথাগুলি ভবিতব্য বাক্যের ন্যায় হইবে। তিনিই প্রমীলার ১৯ দিন পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমিকে কাঁদাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

প্রমীলাকে তাঁহার প্রিয়তম মাতুলের মৃত্যু সংবাদ শুনাইলে পাছে তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ে অসহনীয় আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় কেহই তাঁহাকে এ শোকসংবাদ দেয় নাই। তাঁহার মাতুল কৃষ্ণনগরে

পীড়িত কেবল মাত্র এই কথা বলা হইয়াছিল। তথাপি তিনি তন্দ্রাবেশে মধ্যে মধ্যে বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, কে যেন তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার এক রমণী বন্ধুকে একদিন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "* * বড়মামা এসেছেন, চেয়ার দাও।" বুঝিবা তাঁহার অন্তরাত্মা প্রিয়জন বিচ্ছেদ অনুভব করিয়াছিল।

সন ১৩০৩ সালের ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার প্রমীলার ইহজীবনের শেষ দিন। জীবন-প্রদীপ তিমিত হইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া, তিনি দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন গণের নিকট একে একে চির বিদায় গ্রহণ করিতে ছিলেন। ঐদিন শ্যামা পূজা। তিনি মধ্যাহ্নকালে তাঁহার স্নেহ-পুত্তল চারিবর্ষ বয়স্ক পুত্র ও শিশু কন্যাটিকে এক একবার হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পুত্রটিকে বলিলেন "বাবা আশীর্ব্বাদ করি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি যেন জগতে একজন মহৎ লোক হও।" দুগ্ধপোষ্যা কন্যাটিকে বলিলেন "মা আমি তোমাকে নিরাশ্রয়া ও মাতৃহীনা করিয়া চলিলাম। জগদীশ্বর তোমাকে পবিত্রা ও সুখী করুন।" রাত্র সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার জননীকে অতি স্নেহভরে নিদ্রা যাইতে বলিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই পীড়া-প্রাবল্য হেতু তাঁহাকে জাগরিত করিয়া কহিলেন "মা আমার সময় আসিয়াছে, উঁহাকে ও বাবাকে ডাকুন্।" মাতার আর্ত্তনাদ তন্মুহূর্ত্তে প্রমীলার পতি ও পিতাকে তাঁহার শয্যা পার্শ্বে আনয়ন করিল। সেই শ্যামাপূজার অর্দ্ধরাত্রে, যে সময়ে আনন্দ-বাদ্যে ও আতসবাজি-শব্দে দিগ্বিদিগ প্রতিধ্বনিত করিয়া নগরীময় জগৎ জননীর মহাপূজা আরম্ভ হইয়াছে, সেই পবিত্র ও গম্ভীর মুহূর্ত্তে সাধ্বী তদ্গত-প্রাণ পতি হস্তে তাঁহার শেষ চুম্বন করিলেন। পরক্ষণেই শান্তিময়ীর চির শান্তি লাভ হইল।

স্বর্গপ্রসূন! মরজগতের অনভ্যস্ত বায়ু তোমাকে ম্লান করিতেছিল। তুমি মন্দার পারিজাতের দেশে যাও! অমর কবিকুঞ্জ চিরশোভিত ও সুরভিত করিবার জন্য দেবললনাগণ অনেক দিন হইতে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আশাপথ চাহিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

রাজপুতদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ।

নাত্রায়ত রাজপুতদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। পুমার, চোহান, ভাটী, সিষোদিয়া, পরিহার, সোলঙ্কি, রাঠোর প্রভৃতি রাজপুত শ্রেণী হইতে নাত্রায়তদিগের উৎপত্তি। ইহাদের পালি, বালি, জালোর, সাঁচোর ও মালানি এই কয়েকটী পরগণায় অধিক বাস আছে। ইহাদের সহিত অন্য উচ্চশ্রেণীর রাজপুতেরা আহার করেন না বা এক হুঁকায় তামাক খান্ না। উচ্চ বংশীয় রাজপুতদিগকে জমীদার বা সর্দ্দার বলে, কিন্তু নাত্রায়ত শুদ্ধ রাজপুত নামেই অভিহিত হয়। ইহাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। নাত্রায়ত রমণীরা মাথায় কলসী লইয়া জল আনিতে যায় এবং ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত স্বামী বা পুত্রের জন্য আহারাদি লইয়া গিয়া থাকে। সচরাচর নাত্রায়তদিগের আচার ব্যবহার প্রায় অসভ্যের মত। সিবানা নামক পরগণায় নাত্রায়তেরা বিধবা-বিবাহকালীন কন্যা পক্ষীয় হইতে ৮৪৲ টাকা "নাতা দস্তুর" বা পণ লইয়া থাকে। এজন্য তথাকার নাত্রায়তদিগকে "চৌরাসিয়া" কহে।

জালোর মাড়োয়াড়ের একটী পরগণার নাম। কথিত আছে

তথায় কুমারদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তদীয় কন্যার সহিত জসলমিয়রের রাবলের (অধিপতির) বিবাহ হয়; গ্রহ বৈগুণ্যবশতঃ বালিকা বয়সেই উক্ত কন্যা বিধবা হয়। যখন তাহার সহচরীরা উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ও অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া নিজ নিজ স্বামী সদনে যাইত, তখন এই অভাগিনী রাজ কন্যারও স্বামী সহবাস করিতে একান্ত বাসনা হইত। একে কন্যার বালিকা বয়সে বৈধব্য দশা দেখিয়া রাণীর শোকের অবধি ছিল না, এখন আবার তাহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া তিনি সাতিশয় ম্রিয়মাণা হইলেন। অবশেষে তিনি অবসর বুঝিয়া একদিন কন্যার মনোগত ভাব রাজাকে জানাইলেন। এবং কন্যার আবার যাহাতে বিবাহ হয় সে জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে অনেক অনুনয় করিলেন। রাজা তাঁহার পুত্র বিরামদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। অবিলম্বে চিতোরের রাণার নিকট ঘটক পাঠান হইল; কিন্তু পাত্রী যে বিধবা একথা প্রকাশ করা হইল না। রাণা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন এবং তদুদ্দেশে জালোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজপুতানার সর্ব্বত্রে প্রথা আছে যে হিন্দুদের বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যের সময় দরজার উপর কাষ্ঠ নির্ম্মিত কতিপয় পক্ষী টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। তাহার নাম "তোরণ"। রাণা জালোরে বিবাহ করিতে আসিয়া দেখিলেন যে বহির্দ্বারোপরি "তোরণ" নাই। বিস্মিত হইয়া রাণা কারণ জিজ্ঞাসিলে উত্তর পাইলেন যে "আমাদের প্রথানুসারে উহা চামরিতে (ছান্‌লাতলায়) রাখা হইয়াছে। সেখানে যাইলে দেখিতে পাইবেন।" রাণা নিঃসন্দেহ চিত্তে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলে বিরামদেব সহসা অসি নিষ্কোসিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিধবা ভগিনীকে

বিবাহ করিতে বলিলেন। পাছে প্রজারা ও স্বদেশীয়েরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয়েন এই ভয়ে প্রথমে রাণা স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু যখন কন্যা পক্ষীয়েরা তাঁহার রাজ্য নাশ হইলে, একটী দুর্গ সমেত গোড়য়াড় পরগণা দান করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন তাঁহার এই বিবাহে আর কোন আপত্তি রহিল না। তিনি ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলেন; সে বিবাহের নাম হইল "নাতা"। এদিকে রাজ-অন্তঃপুর হইতে রাণাকে তিন দিন বাহিরে আসিতে না দেখিয়া তদীয় অনুচরেরা সন্দিহান হইয়া উঠিল এবং রাজা কুমারদেবকে বলিল যে হয় আমাদের রাণাকে আনিয়া দিন, নচেৎ আপনি স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন! এ সংবাদ রাণার নিকট পৌছিলে তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে রাজ প্রাসাদের নিকট ডাকাইয়া আনিয়া বাতায়নের মধ্য হইতে দর্শন দিলেন। সেই দিন হইতে রাণা-বংশ মধ্যে বিবাহ সময়ে ঐরূপে গবাক্ষ মধ্য হইতে মুখ দেখান প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহাকে বলে "বিয়াকা ঝাঁকি"।

দরিদ্র রাজপুত, যাহাদের দারিদ্র্যের অথবা বৃদ্ধাবস্থার জন্য বিবাহ হয় না তাহারাই প্রায় "নাতা" বিবাহ করিত। কিন্তু এরূপ বিবাহ করিলে সঙ্গেই সঙ্গেই জাতিচ্যুত হইতে হইত। তাহাদের সহিত কেহ একত্র এক পংক্তিতে পানাহার করিত না; বা তাহাদের সঙ্গে বিবাহাদি হইত না। এই প্রকারে নাত্রায়ত রাজপুতের উৎপত্তি হয়। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি চলিত। অন্যান্য যে সকল রাজপুত তাহাদের ঘরে বিবাহ করিত, তাহারাও জাতিচ্যুত হইয়া ঐ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল।

যে স্ত্রীলোক পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার ইচ্ছা করে, সে তাহার মৃত স্বামীর গৃহ হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে এবং যে তাহাকে

বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে "নাতার" জন্য টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। "নাতার" জন্য পণ বরপক্ষে অবস্থা বিশেষে দিতে হয়। ১৪০৲ টাকার বেশী "নাতা দস্তুর" নাই। বিধবার মৃত স্বামীর পিতা বা মাতার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। পূর্ব্ব স্বামীর প্রদত্ত বস্ত্র অলঙ্কারাদি ও তাহার ঔরসজাত পুত্র কন্যাদিও ফিরাইয়া দিতে হয়। নূতন স্বামী নূতন বস্ত্রালঙ্কার ও চুড়ি পরাইয়া স্ত্রীকে প্রায় শনিবার বা সোমবার রাত্রে নিজ বাটীতে লইয়া যায়। কখন কখন রবি মঙ্গল বারেও "নাতা" পরিণীতা স্ত্রীকে তাহার স্বামী নিজ বাড়ীতে লইয়া যায়। জালোরে দিবসেও লইয়া যাইবার প্রথা আছে। বিধবার স্বামী বা পিতৃবংশীয় কাহারও সহিত "নাতা" হয় না। উচ্চ জাতীয় রাজপুত "নাত্রায়ত" জাতীয় রাজপুত কন্যাকে বিবাহ করিলে জাতিচ্যুত হইয়া থাকেন এবং ঐ বিবাহের সমুদ্ভূত পুত্র কন্যাও জাতিতে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে একটা প্রবাদ আছে :—

"নাত্রায়াত কি তিজি পিরহি গড় চড়ে হ্যায়" অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষের পর নাত্রায়ত কন্যা দুর্গারোহরণের যোগ্যা। অর্থাৎ তখন তাহাকে দুর্গাধিকারী জাইগীরদার বা রাজা পাণিগ্রহণ করিতে পারেন যদিও এরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল।

শ্রীনন্দলাল গুপ্ত।
(যোধপুর।)

অপূর্ব্ব-মিলন।

হরিশ্চন্দ্র রায় কোনও এক ধনী জমীদারের একমাত্র পুত্র। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার শৈশব অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ

করেন। তিনি কলিকাতায় শ্যামবাজারে একটি বাটিতে বাস করিতেন। সংসারের মধ্যে তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। তাঁহার স্ত্রী রূপবতী, কিন্তু যেমন রূপ তেমন গুণ তাঁহার ছিল না, স্বামীকে আদৌ যত্ন করিতেন না। কিসে স্বামী সুখে থাকেন, কি করিলে স্বামীর মঙ্গল হয়, এ চিন্তা তাঁহার অন্তরে বড় একটা স্থান পাইত না। আপনার সাজ সজ্জা লইয়া তিনি বিব্রত থাকিতেন। যে সংসারে গৃহিণী ভাল না হয়, সে সংসারের কিছুই শৃঙ্খলা থাকে না। তিনি সকল কার্য্য দাস দাসীর হস্তে দিয়া বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং তদ্দ্বারা কুফল ব্যতীত সুফল হইত না। হরিশ্চন্দ্র অতিশয় সচ্চরিত্র ব্যক্তি। তিনি তাঁহার স্ত্রীর এই সকল ব্যবহার দেখিয়াও কখন তাঁহার প্রতি কুব্যবহার করিতেন না। কিন্তু তাঁহার একটি প্রধান দোষ এই যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীর এই সকল দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা আদৌ করিতেন না। যদি কোন দিন অনেক ঘুরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "এক গ্লাস জল দাও ত"? তাঁহার স্ত্রী অমনি উত্তর করিতেন "আমি তোমার চাকরাণী নাকি?" এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

কলিকাতায় বাস করিবার পর তাঁহার দু'একটি বন্ধু জুটিয়াগেল। তাহারা হরিশ্চন্দ্রকে সঙ্গতিসম্পন্ন দেখিয়া কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে লাগিল। তিনি কিছুতেই তাহাদের চাতুরীতে ভুলিলেন না। তখন তাহারা কৌশল আরম্ভ করিতে লাগিল। একদিন অপরাহ্নে হরিশ্চন্দ্র তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার একজন বন্ধু আসিয়া বলিল "ভাই আজ আমাদের বাগানে মাছ ধরিতে যাইবে? তুমি যদি সম্মত হও ত চল; কারণ

আর বেশী দেরী করা হইবে না।" হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন যে বাটিতে যতক্ষণই থাকেন ততক্ষণ মনে কিছুমাত্র শান্তি পান না। তিনি এখন শান্তি প্রার্থী; অতএব তিনি তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধু সমভিব্যাহারে বাগানে গমন করিলেন।

তাঁহারা দুইজন বাগানের বাঁধাঘাটে বসিয়া গল্প করিতেছেন; এমন সময় তাঁহার বন্ধু বলিল, "ভাই আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমি এখনই আসিতেছি তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার ছিপ্‌টা দেখো।" হরিশ বাবু বলিলেন "আচ্ছা ভাই বেশী দেরী করিও না।" হরিশ্চন্দ্রের বন্ধু চলিয়া গেলে পর তিনি ছিপ্‌ লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া আছেন, এমন সময় "ওগো আমায় মেরে ফেল্লে গো, তোমরা কে কোথায় আছ শীঘ্র আমায় রক্ষা কর গো" পুনঃ পুনঃ এইরূপ বামা কণ্ঠ নিঃসৃত আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি স্বভাবতঃই সাহসী ও বলিষ্ঠ; অসহায়া রমণীর সাহায্যার্থে সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া বাগানের মধ্যস্থিত অট্টালিকার একটি গৃহে যেমন প্রবেশ করিলেন, অমনই পশ্চাৎ হইতে কে সেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। হরিশ্চন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা একটি অতিশয় সুন্দরী যুবতী তাঁহার প্রতি মৃদু মৃদু হাসিয়া ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতেছে।

হরিশ্চন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে, আর কোথা হইতেই বা এই আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলাম?" তখন রমণী উত্তর করিল "আমি আপনার দাসী; আমাদের বাটির জানালা হইতে পথে আপনাকে অনেকবার যাইতে দেখিয়াছি ও আমার ভাই,—আপনার বন্ধুর নিকট

আপনার গুণের কথাও অনেক শুনিয়াছি। আমি আপনার রূপে ও গুণে মোহিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন আমি আপনার চরণ সেবা করি; আমি আপনাকে আমাদের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আমার ভাইকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। তাই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি, আমার দোষ হইয়াছে ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া সেই দুশ্চারিণী হরিশ্চন্দ্রের চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

হরিশ্চন্দ্র এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সকল বাক্য হরিশ্চন্দ্রের কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন রমণী যে এত সরলা হয়, এত অকপট হৃদয়ে একাকিনী একটি পুরুষের নিকট আপনার দোষ স্বীকার করিতে পারে, তাহা ত আমি জানিতাম না। এতদিন মনে করিতাম রমণীর হৃদয় পাষাণে গঠিত; কিন্তু এ আবার কি? এ আমার ন্যায় একজন সামান্য ব্যক্তির চরণ সেবার নিমিত্ত এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে এবং এক্ষণে তাহার দোষ হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছে?

হায়! হরিশ্চন্দ্র, এই অন্তঃকরণ যে বিশেষ চাতুরীময় তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে না। কিন্তু তোমারই বা দোষ কি? যিনি কখনও আপনার স্ত্রীর ভালবাসা পান নাই, যিনি স্ত্রীর সেবা, যত্ন কি তাহা জানেন না, যিনি স্ত্রীর নিকট সামান্য একগ্লাস জল চাহিলে তিরস্কৃত হন, তাহার নিকট অযাচিত হইয়া যদি কোনও রমণী মধুর সম্ভাষণে তাঁহার পদসেবা ভিক্ষা মাগে, তাহা হইলে তাঁহার কর্ণে সেই সকল বাক্য যে মধুবর্ষণ করিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি! হরিশ্চন্দ্র সেই রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে পদতল হইতে উঠাইলেন ও বলিলেন "আমি আপনার সরলতায় মোহিত হইয়াছি,

আপনি যে মুক্তকণ্ঠে আপনার দোষ স্বীকার করিলেন ইহাতে আমি আপনার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। সেই রমণী বলিল "প্রাণেশ্বর, হৃদয়-দেব, আমি আপনার দাসী মাত্র, আপনি আমায় "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিয়া লজ্জা দিতেছেন কেন? যদি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ "আপনি" সম্বোধন ছাড়িয়া দিন।" এই সকল প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিশ্চন্দ্র মনে করিলেন সত্য সত্যই তিনি স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেছেন। তিনি ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন এবং সেই রমণী তাঁহার প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিল।

পাঠক, আপনারা সকলেই বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন কিরূপে সর্প আপনার শীকার বশীভূত করে। কিন্তু কুটিলা রমণী কুটিল কটাক্ষে পুরুষকে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বশীভূত করিতে পারে। হরিশ্চন্দ্র কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি এখনও অবিবাহিতা?" যুবতী উত্তর করিল "না অতি শৈশবে আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের দুইমাস পরেই ভীষণ জ্বরে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আমার এক্ষণে তাঁহাকে কিছুই মনে নাই; কিন্তু দেখুন দেখি আমাদের হিন্দুধর্ম্মের এ সম্বন্ধে যে সকল রীতি আছে সে সকল কি কঠিন। তিনি উত্তর করিলেন "সত্যইত আমারও কঠিন বলিয়া মনে হয়।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় কে অতিশয় চীৎকার করিয়া ডাকিল "হরিশ।" হরিশ্চন্দ্র আপনার বন্ধুর স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে বলিল "বেশ ত ভাই তোমায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমি যে হায়রাণ্ হইয়া গেলাম।" হরিশবাবু বলিলেন "যাও যাও, এখন

ঠাট্টা রাখ, বলি ইহার জন্য আর এত কৌশল কেন? তখন প্রকাশ করিয়া বলিলেইত হইত।" যাহা হউক তাঁহার বন্ধু স্থির করিল যে আপাততঃ সেই যুবতীকে একটি বাগান ভাড়া করিয়া তথায় রাখা হইবে; তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। এইরূপে নানা আমোদ আহ্লাদের পর তাঁহারা সেই উদ্যান: হইতে আপন আপন গৃহে ফিরিলেন।

সেই দিবস হরিশ্চন্দ্র বাটীতে যাইতে অতিশয় ঘৃণা বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন বাটীতে পৌছিয়াছেন, অমনই তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে অতি রূঢ়স্বরে বলিলেন "এতক্ষণ ছিলে কোথা? আমাকে কি দিবারাত্রিই বাটীর সকল কায দেখিতে হইবে? কি জানি বাপু বাপ মা কেন তোমার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন।" হরিশ্চন্দ্র যদিও পূর্ব্বে এইরূপ অনেক গঞ্জনা শুনিয়াছেন কিন্তু অদ্য আর এ সকল সহ্য করিলেন না। তিনি অনেক কথা বলিলেন, অনেক তিরস্কার করিলেন, পরে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেই দিন অবধি তিনি আর বেশী বাটীতে যাইতেন না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর মনে সেই দিবস হইতে কি এক অভূত পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। স্বামীর প্রতি পূর্ব্বকৃত যত কুব্যবহার সব একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন যে, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারেন নাই যে এক্ষণে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষায় আর কোনও সুফল ফলিবে না।

হরিশ্চন্দ্র এখন সেই উদ্যানেই থাকেন। বাটিতে কদাচিৎ কখনও আসেন, তাঁহার স্ত্রীর কাকুতি মিনতি তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। তিনি মনে করিতেন ও সকল ছলনা মাত্র; তাঁহার স্ত্রী হিংসার বশবর্ত্তিনী

হইয়া তাঁহাকে পুনরায় আপনার আয়ত্তাধীনে আনিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। হরিশ্চন্দ্রের এই দুই বৎসরে এত অধিক খরচ হইয়া গেল যে তাঁহাকে দুই খানি জমীদারী বিক্রয় করিতে হইল। এ দিকে তাঁহার আয়ও ক্রমে কমিয়া আসিল। একদিন কোন কর্ম্মোপলক্ষে তিনি বাটিতে আসিয়াছিলেন, তথা হইতে বাগানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে রাগে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সেই বন্ধু ও আর একটি বাবু বাগানের হল ঘরে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার সেই ভালবাসার সামগ্রী কখন নৃত্য করিতেছে, কখনও বাবুটীর গলা জড়াইয়া ধরিতেছে। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। যেমন সেই বাবুটি তাঁহার দিকে চাহিয়াছে, অমনই আপনার হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারা বাবুটির মস্তকে এমন প্রহার করিলেন যে বাবুটি অচৈতন্য হইয়া গেলেন এবং তাঁহার মস্তক হইতে রুধির ধারা ছুটিতে লাগিল। সেই গৃহস্থিত সকলেই হরিশ্চন্দ্রকে দেখিয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র, সেই রুধিরাক্ত কলেবর দেখিয়া মনে করিলেন যে, বাবুটি তাঁহার গুরুতর আঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দেহ দুই এক বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে দেহ অসাড়। সেই গৃহে আর বিলম্ব করা উচিত নয় মনে করিয়া তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি বরাবর আপনার বাটীতে আসিয়া ক্যাস্ বাক্স হইতে কিছু টাকা লইয়া কাশীধামে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বাটীতে তখন দাস দাসী কেহ ছিল না যে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করে। কাশীতে সন্ন্যাসী বেশে গোপন ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

উক্ত ঘটনার তিন দিবস পরে তাঁহার স্ত্রী একখানি পত্র পাইলেন; পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে পত্রে তাঁহার স্বামীর স্বাক্ষর রহিয়াছে, পাঠান্তর সব জানিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামীর কোন ঠিকানা পাইলেন না। তিনি তখন কতই ক্রন্দন করিতে এবং আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। মনে করিলেন যে, তিনি যদি স্বামীকে যত্ন ও আদর করিতেন, তাহা হইলে কাহার সাধ্য তাঁহাকে কুপথে লইয়া যায়।

ওদিকে যে বাবুটির মস্তকে হরিশ্চন্দ্র প্রহার করিয়াছিলেন সে বাবুটি মরেন নাই, কিন্তু গুরুতর আঘাত লাগায় তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ব্যবসা করেন, তাঁহার বেশ সংস্থান আছে, তাঁহার নাম বিজয়কৃষ্ণ। তাঁহার স্ত্রী অতিশয় গুণবতী। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের সেই পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, হরিশ্চন্দ্রের আয় কমিয়া গিয়াছে দেখিয়া, এই ভদ্রলোকটীর সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে। তিনি এই কার্য্যে উক্ত ঘটনার দিবস প্রথম ব্রতী।

বিজয় বাবু দশ বার দিন পরে ঈষৎ সুস্থ হইলেন। অনন্তর হরিশ্চন্দ্রের সেই বন্ধু এক দিবস বিজয় বাবুর নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিল "মহাশয় আপনি তাহার নামে এখনও ওয়ারেণ্ট বাহির করেন নাই? বিজয় বাবু বলিলেন "না তাঁহার দ্বারাই আমার শিক্ষা হইয়াছে, আমি আপনার লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীর মনে দারুণ কষ্ট দিয়া একটি সামান্য বেশ্যা লইয়া আমোদ করিতে গিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমায় বেশ শিক্ষা দিয়াছেন; হরিশ বাবু আমার গুরু; আমি তাঁহার নামে কখনই নালিশ করিব না, আপনি আমার বাটিতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর আসিবেন না।" ঐ বন্ধুটী এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। সে মনে

করিল, যে এরূপ গুরুতর রূপে বিজয় বাবুর মস্তকে প্রহার করিল, যে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিল, তাহাকে তিনি অনায়াসে "গুরু" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। আর আমি বন্ধুত্বের ভাণ দেখাইয়া, যে আমার কখনও কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে কুপথে লইয়া যাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলাম না।" তখন সে বিজয় বাবুর নিকট অতি কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং পূর্ব্বে সে হরিশ্চন্দ্রকে কুপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল সেই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বিজয় বাবুর নিকটে প্রকাশ করিল।

বিজয় বাবু সেই অনুতপ্ত বন্ধুকে ক্ষমাপ্রার্থী দেখিয়া স্বীয় উদারতা গুণে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিশ বাবুর উপস্থিত খবর কি—তিনি কোথায় থাকেন?" বন্ধুটি বলিল "আমি শুনিয়াছি তিনি কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না, তাঁহার স্ত্রী অতিশয় দুঃখে ও কষ্টে কালযাপন করিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া বিজয় বাবুর মনে অতিশয় কষ্ট হইল। তিনি হরিশ্চন্দ্রের কলিকাতাস্থিত বাটির ঠিকানা জানিয়া লইলেন।

পরদিন বিজয় বাবু আপন স্ত্রীকে হরিশ বাবুর স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিজয় বাবুর স্ত্রী হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীর নিকট আপনার পরিচয়াদি দান করিয়া বলিলেন "ভগ্নি, কোন ভয় নাই, আমার স্বামী তোমার স্বামীকে ক্ষমা করিয়াছেন।" ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী তাঁহার পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন "দিদি, তোমার কাছে আমার কোনও কথা লুকাইবার নাই। আমি আমার স্বামীর মনে চিরকাল কষ্ট দিয়াছি—তাই আজ আমার এই দশা;

আমার ন্যায় হতভাগিনী এ জগতে আর কেহ নাই।" তখন বিজয় বাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক সান্ত্বনা দিলেন; তিনি বলিলেন "ভগ্নি, আমি আমার স্বামীকে তোমার স্বামীর অনুসন্ধান করিতে বলিব।" তিনি হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীকে আপনার বাটিতে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমে সম্মত হইলেন না, অনেক পীড়াপীড়ির পরে সম্মত হইলেন।

বিজয় বাবু দুই মাস পরে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। এই দুই মাসের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্বামীর চিন্তা হইতে বিরত হন নাই। আহার নিদ্রা এক রকম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিজয় বাবু সম্পূর্ণ আরোগ্য হন নাই, দেখিয়া তিনি কাহাকেও তাঁহার স্বামীর অনুসন্ধানের জন্য বলিতে সাহস করিতেন না। কতদিন মনে করিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং স্বামীর অনুসন্ধান করিতে যাইবেন, এমন কি একদিন স্বামীর অনুসন্ধানার্থ পলাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বিজয় বাবুর স্ত্রী, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "ভগ্নি, আমার স্বামী আরোগ্য হইলেই তোমার স্বামীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনুরোধ করিব। তুমি বুঝি মনে করিয়াছ যে আমি তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভুলিয়া যাইব।" তখন হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবেন ঠিক্ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক বিজয় বাবু আরোগ্য লাভ করিয়া, স্ত্রীর নিকট হরিশ্চন্দ্রের অনুসন্ধানের কথা পাড়িলেন। তিনি বলিলেন "চল আমরা সকলে মিলিয়া তীর্থ করিতে যাই। সেখানে হরিশবাবুরও সন্ধান পাইতে পারি এবং বায়ু পরিবর্ত্তনে আমার শরীরও সুস্থ হইতে পারে।"

তাঁহার স্ত্রী ইহাতে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। পর দিবস হইতে বিজয় বাবু তীর্থ পর্য্যটনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উপরিউক্ত কথোপকথনের দুই সপ্তাহ পরে হরিশ বাবুর স্ত্রীকে লইয়া তাঁহারা কাশীধামে যাত্রা করিলেন। কাশীতে দশ দিন ছিলেন কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের কোন সন্ধান পাইলেন না। তাঁহারা কাশী হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। হরিশ বাবুর স্ত্রী দেব দেবী দর্শন করিয়া মনে অনেক শান্তি পাইতেন। বিজয় বাবু বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকিবার নিমিত্ত একটি বাটি ভাড়া লইলেন। এক দিন দুই দিন করিয়া এক মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, হরিশ্চন্দ্রের কোনও সন্ধান নাই।

একদিন রাত্রে ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে, রাত্র অত্যন্ত অন্ধকার; বৃন্দাবনের পথে জন মানবের সাড়া শব্দ নাই। হঠাৎ বিজয় বাবুর বাটির দ্বারে একটি লোক ধাক্কা দিয়া ডাকিল "আমি নিরাশ্রয়, আমায় যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অদ্য রাত্রের মত আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা হয়।" বিজয় বাবু নীচে নামিয়া যেমন দ্বার খুলিলেন, অমনি ঝড়ের প্রভাবে ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল; তিনি আপনার চাকরকে আর একটি প্রদীপ আনিতে বলিলেন এবং আগন্তুককে ঘরে বসাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই ভয়ানক রাত্রে একাকী বাটির বাহির হইয়াছেন?" সেই ব্যক্তি উত্তর করিল, "আমি সন্ন্যাসী বহুদূর হইতে আসিতেছি, আপনি আজ আমায় আশ্রয় না দিলে বোধ হয় আমায় ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইত।"

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই, চাকর প্রদীপ লইয়া আসিল। সন্ন্যাসী সেই আলোকে বিজয় বাবুকে

দেখিয়াই পলায়ন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। বিজয় বাবুও জটাজুট শূন্য সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সজোরে ধরিয়া ফেলিলেন। এই সন্ন্যাসীই আমাদের হরিশ বাবু। তাঁহার পরচুলের দাড়ি ও জটা বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিল। রাত্রে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না, এই মনে করিয়া সেই গুলি ভিক্ষার ঝুলির ভিতর রাখিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য লীলা, যাঁহার ভয়ে তিনি পরচুলের জটা ও দাড়ি ধারণ করিয়াছেন, তিনিই আজ এই ভয়ানক রাত্রে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। হরিশচন্দ্র পলাইবার উপক্রম বৃথা দেখিয়া হতাশ হইয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। বিজয় বাবু বলিলেন "হরিশবাবু আপনার কোন ভয় নাই, আমি আপনার অনুসন্ধানেই তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি।" হরিশ বাবু এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিজয় বাবু তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন "আপনি আমার গুরু, আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহা এ জীবনে কখনও ভুলিব না।" হরিশ বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি একদিন রাগে অন্ধ হইয়া একটি সামান্য বেশ্যার জন্য যাঁহাকে খুন করিয়াছিলেন তিনি আজ তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। হরিশচন্দ্র বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিজয় বাবু তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। পরে একখানি কাপড় আনাইয়া তাঁহাকে পরিধান করাইলেন। দুই জনে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। বিজয় বাবু, সেই বন্ধু তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল, সব বলিলেন। চাকর জলখাবার লইয়া আসিলে হরিশচন্দ্রকে বিজয় বাবু উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। আহার সমাপনান্তে বিজয় বাবু

ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি আপনাকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি—শপথ করুন আপনি আমার পুরস্কার যত্ন করিয়া রাখিবেন।" হরিশচন্দ্র উত্তর করিলেন "আপনার পুরস্কার যেরূপই হউক না কেন আমার শিরোধার্য্য; আমি শপথ করিতেছি আপনার পুরস্কারের অযত্ন করিব না।" "পুরস্কার পাঠাইয়া দিতেছি" এই বলিয়া বিজয় বাবু গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। হরিশচন্দ্র বসিয়া আছেন ও ভাবিতেছেন বিজয় বাবু আমায় এমন কি পুরস্কার দিবেন? কিন্তু ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে একটি রমণী প্রবেশ করিলেন—আর অমনই দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। হরিশচন্দ্র আপন স্ত্রীকে বিজয় বাবুর বাটিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। প্রথমে দুই জনেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; হরিশ বাবু কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে"? তাঁহার স্ত্রী, হরিশ বাবুর পলাইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে সেই সকল কথা বলিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। হরিশ বাবু স্ত্রীকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক চুম্বন করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে, তোমায় এখানে দেখিব কখনও আশা করি নাই, ইহা অতি অপূর্ব্ব মিলন।"

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ সেন।

আধুনিক নাট্যশালা ও প্রহসন।

থিয়েটার গৃহ মর্ত্তভূমে কলির স্বর্গধাম। এখানে যে কেবল গোলকপুরী, বৈকুণ্ঠপুরী আছে এমত নহে। এই স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট স্থানে যিনি যাহা চাহিবেন তিনি তাহাই পাইবেন। যাঁহার

যে দেশ, গৃহ, ষ্ট্রীট বা গলির প্রয়োজন হইবে, যিনি যে কোন বন, উপবন, উদ্যান, নদী বা পাহাড়ের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি সকলই এ স্থানে বিদ্যমান দেখিতে পাইবেন। কালীঘাট ও বারাণসীর মন্দির, নিমতলার ঘাট ও কলেজ ষ্ট্রীট, গরাণহাটার চৌমাতা, উইলসনের হোটেল, ইডেনগার্ডেন, মেদিনীপুরের রাস্তা, পারস্যদেশের বাদসাহের অট্টালিকা, পঞ্চবটীর বন, বাল্মীকীর কুটীর, সিন্ধুরাজকুমারীর প্রমোদ কানন, বিলাসিনীর আমোদ ভবন প্রভৃতি সকলই এস্থানে শোভা পাইতেছে। তাহা ছাড়া এখানে বাজার হয়, ফিরিওয়ালা ফিরি করিয়া বেড়ায়, নৌকা, রেলগাড়ী চলে, জাহাজে লড়াই হয়, পুলিশ ও আদালতে বিচার হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে আর একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের যে কোন লোকের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করিতে বাসনা হইবে, অষ্ট আনা ব্যয় করিয়া একখানি টিকিট ক্রয় করিলেই অমনি তাঁহার দর্শন লাভে সুখী হইবেন। তাই বলি থিয়েটারের ন্যায় এরূপ মনোরম স্থান আজ কাল আর কিছুই নাই।

আজ কালকার থিয়েটার পূর্ব্বেকার যাত্রারদলের রূপান্তর মাত্র। তবে ইহা পাশ্চাত্য ধরণে সংস্কৃত এবং ইহার হাব ভাব, কথা বার্ত্তা ও নৃত্যগীতাদি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত। মানব যত সভ্য হইতেছে, তাহাদিগের রুচিও তত মার্জ্জিত হইতেছে। পূর্ব্বে 'রামযাত্রা' 'কৃষ্ণযাত্রা' দেখিয়া লোকে কত আনন্দ উপভোগ করিত, কিন্তু আজ কাল নব্য যুবক যুবতী মণ্ডলীর মধ্যে কয় জনের মন তাহাতে মুগ্ধ হয়? মেষশাবক দলের ন্যায় বালক সম্প্রদায় যখন কর্ণযুগলে হস্ত দিয়া সমস্বরে গগনভেদী সংগীত আরম্ভ করে, তখন অনেকেই সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু

থিয়েটারের নৃত্যগীতাদিতে যে প্রায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ যাত্রার দল অপেক্ষা থিয়েটারে অনেক শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানকে প্রবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার অধ্যক্ষগণ যে কর্ম্মপটু তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এরূপ স্থলে আমরা থিয়েটারের সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরতার আশা কেন না করিব?

কিন্তু বর্ত্তমান থিয়েটার গুলির নাটক ও প্রহসন লেখকগণ এক বার মাতৃভাষার দিকে না চাহিয়া, দেশ বা সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কি উপায়ে অল্পদিনের মধ্যে তাহাদিগের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইবে, সেই চেষ্টাতেই অনুক্ষণ ব্যস্ত। আর অভিনয়-রাত্রে কিরূপে বহুসংখ্যক দর্শকের সমাগম হইয়া আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন হইবে থিয়েটার অধ্যক্ষগণের এখন কেবল সেই চেষ্টাই বলবতী। প্রহ্লাদ চরিত্র, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, নীলদর্পণ, সরলা প্রভৃতির ন্যায় কয়খানি পুস্তক আজকাল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে দেখা যায়? সমালোচক ও থিয়েটার অধ্যক্ষগণের দোষে আজকাল যা' তা' ছাই ভস্ম রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতেছে। থিয়েটারের অধ্যক্ষগণকে অনেক স্থলে অনুরোধে পড়িয়া এরূপ কার্য্য করিতে হয়; নচেৎ তাঁহাদিগের বন্ধুগণের রাবিস্ পুস্তক সকল বিক্রয় হয় না। সমালোচকগণেরও এই দশা। নচেৎ তাঁহারা বিনাব্যয়ে রঙ্গ গৃহের উচ্চ আসন লাভে বঞ্চিত হন।

নিকৃষ্ট পুস্তক অভিনয়ে আমরা কেবল গ্রন্থকার বা থিয়েটার-অধ্যক্ষগণের দোষ দিতে পারি না। সাধারণ লোকের রুচি অনুসারে গ্রন্থকর্ত্তাকে গ্রন্থের অবতারণা করিতে হয়। আজকাল নীরস পুস্তক পাঠে সাধারণে আদৌ আনন্দ অনুভব করে না—পূরা রস চাই,

কাজেকাজেই গ্রন্থকর্ত্তাকে নানা রসের আমদানী করিতে হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করিয়া একটু রস প্রবেশ করাইতে হয়; নচেৎ তাহার মাল বিক্রয় হয় না—অভিনয় দর্শনে দর্শকের সমাগম হয় না। 'শকুন্তলা' অভিনয়ে ধীবর পত্নী, সংসারের সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া, যদি একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসরে আসিয়া তাহার "তেলোপনা মুখ" খানা নাড়িয়া প্রাণনাথের সহিত দু'টা রসিকতা বা মিষ্টালাপ না করিত, একটা রসের গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দের হাসির ফোয়ারা না ছুটাইত, তাহা হইলে বোধ হয় উক্ত দৃশ্যটী তত ভাল লাগিত না। আজ কাল সাধারণ লোকের রুচিই এইরূপ। ধ্রুব চরিত্র বা চৈতন্যলীলা অপেক্ষা আবুহোসেন বা ব্রজলীলার অভিনয়ে অধিক দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে; এবং দর্শকমণ্ডলী শেষোক্ত প্রকার অভিনয় দর্শনেই অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

নাটক অপেক্ষা প্রহসন রচনার লেখকগণের ভাষার শৈথিল্য, রুচির বৈলক্ষণ্য, অশ্লীলতা ও ভাবের যথেচ্ছাচারিতা দোষ প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চরংগুলি থিয়েটার খানার মজাদার চাট্‌নী। চাট্‌নী না হইলে যেমন আহার করিয়া তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ প্রহসন না থাকিলে থিয়েটার দেখিয়া সুখ হয় না। রসিক দর্শকগণের রুচি বিকৃত হইলে তাহারা এই অম্লরসের আস্বাদনে নীরস রসনায় রসের সঞ্চার করিয়া লন।

পঞ্চরঙ্গের উদ্দেশ্য দর্শকের প্রাণে হাস্য রসের উদ্রেক করা। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা তাহা লিখিয়া লোক হাসান মার্জ্জিত রুচি লেখকের কর্ত্তব্য নহে। একজনকে হাসান কিছু গুরুতর কার্য্য নহে। কোনও লোক সহজ অবস্থায় আপন মুখে কালি মাখিয়া প্রকাশ্য রাজ পথ দিয়া যাইলে, অনেকে তাহাকে দেখিয়া হাস্য না করিয়া থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বে যাত্রার দলে "কালুয়া ভুলুয়া" বা "ভিস্তী"র সং দেখিয়া দর্শক মণ্ডলী একেবারে হাসিয়া আকুল হইত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, আর সে রুচি নাই। আজকাল দিন দিন মানুষ সভ্য হইতেছে সমাজ উন্নত হইতেছে এবং লোকের রুচিও মার্জ্জিত হইতেছে। অতএব আজ কালকার পঞ্চরংগুলি যাহাতে একেবারে দোষ শূন্য হইয়া মার্জ্জিত রুচি ভদ্রমণ্ডলীর শ্রবণ যোগ্য হয়, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই দর্শন করিয়া যদ্দ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিতে পারেন যাহাতে দেশের ও সমাজের প্রচলিত দোষ সকল দর্শাইয়া, সাধারণকে শিক্ষাদানে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে পুস্তক প্রণেতা ও থিয়েটারের অধ্যক্ষ উভয়েরই যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রহসন রচনায় আজকাল লেখকদিগের মাথা ঘামাইবার তত আবশ্যক হয় না। উহার কয়েকটী বাঁধা গৎ বা নিয়ম আছে সেই কয়টা রক্ষা করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা হইল। আধুনিক পঞ্চরং লিখিবার উপকরণ গুলির মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান (১) ফিরিওয়ালা ফিরিওয়ালীর আমদানী (২) রংদার (৩) ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত আক্রমণ (৪) অশ্লীল ভাবের সূচনা। প্রহসন রচয়িতাগণ মনে করেন এই উপকরণ গুলির যিনি যত অধিক ব্যবহার করিতে পারিবেন তাঁহার রচনা তত উৎকৃষ্ট হইবে। তাঁহারা এক বারও ভাবেন না যে এই সকল বিসদৃশ, বিশৃঙ্খল ও অসময়োপযোগী ভাব ও ঘটনা সমূহের সূচনা দ্বারা তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিতেছেন এবং মার্জ্জিত রুচি দর্শক মণ্ডলীর বিরক্তি ভাজন হইতেছেন।

ফিরিওয়ালা ও ফিরিওয়ালী আজকালকার পঞ্চরঙ্গের একটী প্রধান অঙ্গ এবং নবীন লেখকদিগের মধ্যে একটী সংক্রামক পীড়া হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। "তাজ্জব ব্যাপারে" অমৃত বাবু প্রথমে দুগ্ধের ব্যবসা খোলেন। ব্যবসায় বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া সেই হইতে যাহার ঘরে যাহা কিছু ছিল তাহা লইয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য বাহির হইলেন। ফুলওয়ালা, ফুলওয়ালী, কাপড় ওয়ালা, কাপড়ওয়ালী, এসেন্সওয়ালী ঘুম্নিদানাওয়ালা, চুড়িওয়ালা, বেদানাওয়ালা, বড়িওয়ালা প্রভৃতি আর কিছুই বাকী রহিল না। এখন সকলেই বেশ দুপয়সা লাভ করিতেছে। অমৃত বাবু বৃদ্ধ বয়সে এই সকল ব্যবসার পথ দেখাইয়া ভাল করেন নাই। এখন বিক্রেতার জ্বালায় ক্রেতা অস্থির হইয়াছে। তাহাদিগের প্রাণ বাচান ভার হইয়াছে। এ ব্যবসায়ের কি লাইসেন্স নাই? কতদিনে এ কোম্পানি ফেল হইবে?

আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদি কোন লেখক তাঁহার পঞ্চ রঙ্গে দুইটী কি তিনটী ফিরিওয়ালার আমদানী করিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ অমনি বাজারের সকল ফিরিওয়ালাকে হাজির করিয়া, একটী হ-য-ব-র-ল করিয়া বসিলেন। ভাব ও ঘটনায় সামঞ্জস্য থাকুক আর নাই থাকুক, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য লোক হাসাইবার জন্য তিনি সত্যের অপলাপ করিতে বাধ্য হইলেন। অনুকরণ বিষয়েও ইঁহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। একজন দুধের ভাঁড় কাঁকে করিয়া গাহিলেন "বাঁটের মুখের খাঁটী দুধ কে নিবি তা বল" অমনি তাহার পরবর্ত্তী চতুর লেখক ঈর্ষা পরবশ হইয়া "চা"র কেট্‌লী ঘাড়ে করিয়া সুর ধরিলেন "কে নিবে গরম টি।" এরূপ উদাহরণ আর কত দেখাইব।

আজ কাল সাধারণের রুচি অনুসারে অশ্লীল পুস্তক প্রণয়ন এবং সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রশংসার সহিত উহার অবাধে অভিনয় হইয়া আসিতেছে। ইহার উদাহরণের অভাব

নাই। তথাপি আমরা এস্থলে একটী মাত্র উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"মুই হ্যাঁদু" পঞ্চরংখানি বহুকাল হইতে অতি সুখ্যাতির সহিত বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়া আসিতেছে। অনেক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও সুযোগ্য সমালোচকগণ আবার এই পঞ্চরংখানির এতদূর প্রশংসা করিয়াছেন, যে তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের মতে "মুই হ্যাঁদু"র ন্যায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সামাজিক ফটো এপর্য্যন্ত কেহ কখনও আঁকিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবেন না। তাঁহারা ইহার প্রত্যেক রং, তামাসা, হাসি খুসি, ব্যঙ্গ কৌতুক, নাচন কোদন দেখিয়া বাস্তবিক অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ইহার প্রত্যেক অংশে "উপদেশ ও শিক্ষার বেশ কৌশল অঙ্কিত" দেখিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা উহার প্রত্যেক অংশে মাতৃ ভাষার শ্রাদ্ধ এবং উহার প্রতি রং তামাসায়, প্রতি ব্যঙ্গ কৌতুকে, প্রতি গানে, প্রতি নাচন কোদনে অশ্লীলতার বিভীষিকাময়ী বিকট মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। যাঁহারা এইরূপ জঘন্য পুস্তকের অভিনয় দেখিয়া নিরতিশয় সুখানুভব করেন, তাঁহাদিগের রুচিকেও ধন্য! যাঁহাদিগের প্রশ্রয়ে এই অশ্লীল পঞ্চরংখানি পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত অবাধে অবলীলাক্রমে "বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চে" সাধারণের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আসিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই মাতৃ ভাষার শত্রু, হিন্দুসমাজের শত্রু, হিন্দুধর্ম্মের শত্রু। আমরা এই পঞ্চরঙ্গের কোন জঘন্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া মার্জ্জিত রুচি পাঠক মহাশয়দিগের বিরাগ ভাজন হইতে ও মাতৃ ভাষাকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না। "পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসে" একটী মাত্র অশ্লীল কথার জন্য রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া, যদি

উহার অভিনয় বন্ধ থাকিতে পারে, তবে এইরূপ আদ্যোপান্ত অশ্লীল পুস্তকের অভিনয় কেন না বা বন্ধ হইবে?

থিয়েটার অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা আর দুই এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তাঁহাদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা। গ্রন্থের ভাব, ভাষা, রুচি ও ঘটনা যাহাতে সময়োপযোগী, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত হইয়া ভদ্রসমাজের শ্রবণোপযোগী হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই কয়েকটী বিষয় রক্ষা করিতে হইলে বিচক্ষণ লেখকের আবশ্যক। কারণ প্রহসন বা দৃশ্য কাব্য শিশুর ক্রীড়ার সামগ্রী নহে। এরূপ স্থলে থিয়েটারকারগণ যদি উচ্চ বেতন দিয়া সুলেখক নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও আশাতীত লাভ হইবার সম্ভাবনা এবং বঙ্গ সাহিত্যেরও উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

উৎকৃষ্ট লেখক নিযুক্ত করা যেমন থিয়েটার অধ্যক্ষগণের একান্ত কর্ত্তব্য উচ্চ বেতন দিয়া উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিযুক্ত ও মধ্যে মধ্যে পারিতোষিক দানে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করাও সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, পুস্তক উৎকৃষ্ট হইলেও উপযুক্ত অভিনেতা বা অভিনেত্রী অভাবে অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। নাটক বর্ণিত বিষয় গুলির পাঠ অপেক্ষা রঙ্গালয়ে উহাদিগের অভিনয় দর্শন যে দ্বিগুণ হৃদয়গ্রাহী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব কবিগণ অপেক্ষা অভিনেতাগণের ক্ষমতা যে অল্প প্রশংসার যোগ্য তাহা কথনই নহে। একজন কবি ভাব ও ভাষারূপ অস্থি পঞ্জর সংগ্রহ করিয়া একটী জড় দেহ গঠিত করিতে এবং তাহাকে আপন মনোমত ছন্দ ও অলঙ্কারাদি বেশ ভূষায় সুশোভিত করিতে সমর্থ; কিন্তু একজন

উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী কবি, কল্পিত এই জড় দেহে প্রাণ ও গতির সঞ্চার করিয়া, সাধারণ সমক্ষে তাহার প্রত্যেক হাব ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ। সুললিত দৃশ্য কাব্যের চিত্রগুলি প্রকৃত রূপে চিত্রিত হইলে, উহা এত চিত্তাকর্ষক হয়, যে সময়ে সময়ে দর্শকবৃন্দ উহার ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া আপনাদিগকে বিস্মৃত হইয়া যায়। অতএব দৃশ্যকাব্যের সহিত আমাদিগের মনের গতির যখন এত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন রঙ্গালয়ে অভিনীত পুস্তকগুলি দোষ শূন্য হইয়া মার্জ্জিত রুচি ভদ্র মণ্ডলীর শ্রবণ যোগ্য হওয়া যেরূপ কর্ত্তব্য, অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণেরও অভিনয় বিষয়ে সেইরূপ উত্তমরূপে শিক্ষিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব আশা করি থিয়েটারকারগণ ভবিষ্যতে এই কয়েকটী বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতি কল্পে যত্নবান হইয়া সাধারণের আন্তরিক অনুরাগ ও ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সরকার।
ভগলপুর।

শ্রীভাগবত ধর্ম্ম।

(২)

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের উপাসনা যে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম ইহার বিচার করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ যে শুধু আমাদের একমাত্র উপাস্য তাহা নহে; শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় ও সাধু পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে শ্রীভগবান্ জীবগণের পরম প্রিয়। এক্ষণে ইহার পর্য্যালোচনা করা যাউক।

আমারা দেখিতে পাই যে, যে সকল বহির্বস্তুতে আমাদের আত্ম সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ "আমি" ও "আমার" বলিয়া জ্ঞান হয় সেই সকল

পদার্থই আমাদের প্রিয় হইয়া থাকে ; আর যে সকল পদার্থে আত্ম সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ "আমি" ও "আমার" এরূপ জ্ঞান নাই, সে সকল পদার্থে আমাদের প্রীতিও হয় না। যেমন আমার দেহের উপর আমার যত যত্ন ও মমতা, অপরের দেহের উপর আমার তত যত্ন ও মমতা হয় না ; কারণ আমার দেহই আমার আত্মার নিবাস। সেইরূপ আমার পিতামাতা প্রভৃতিতে আমার আত্ম সম্বন্ধ আছে বলিয়া যেরূপ স্বতঃই ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির উদ্রেক হয় অপরের পিতা মাতার উপর সেরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, সেরূপ ভক্তি প্রভৃতির সঞ্চার হয় না। এইরূপে যে সকল বস্তু আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয় সেই সকল বস্তুই আমাদের প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে।

আত্ম সম্বন্ধীয় বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ থাকিলেও আত্ম-সম্বন্ধের দূরতা ও নৈকট্য অনুসারে উহাদিগের উপর আমাদের প্রীতিরও তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন বিত্ত হইতে পুত্র প্রিয়, পুত্র হইতে ভার্য্যা প্রিয়া, ভার্য্যা হইতে নিজ দেহ প্রিয় ও দেহ হইতে দেহী অর্থাৎ আত্মা প্রিয়। দেহ হইতে যে আত্মা প্রিয়, আত্মদেহ নাশকতাই (আত্মহত্যা) তাহার প্রমাণ। কেননা একমাত্র আত্মসুখ সাধনার্থেই লোকে বিষপান বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা নিজ দেহের ধ্বংশ করিয়া থাকে। অতএব দেহ অপেক্ষা আত্মা যে প্রিয়তর তাহাতে কোনও সংশয় নাই। সেই আত্মার আত্মা যে পরমাত্মা, তিনি যে পরম প্রিয় তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব সেই প্রিয়তম পরমাত্মার সেবা সুখ স্বরূপই বটে। ভাগবতে দেখা যায়

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতঃ সন্নিয়তোর্থোভজেত
সংসার হেতূপরমশ্চ যত্র ॥২স্কা২অ।

তিনি (পরমাত্মা) জীবদিগের চিত্তে স্বতঃই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছেন ; তিনি আত্মা, অতএব প্রিয় ; তিনি সত্য স্বরূপ, অনাত্মবস্তুর মত মিথ্যা নহেন। তিনি ভগবান্ সুতরাং ভজনীয়, তিনি অনন্ত, নশ্বর নহেন। অতএব জীবগণ সেই প্রিয়তম ভগবানের প্রতি চিত্ত ধারণা দ্বারা নির্বৃত্ত হইয়া স্থিরতর বিশ্বাসের সহিত তাঁহার সেবা করিবে। তাঁহার ভজনা দ্বারা সংসার হেতু অবিদ্যা বা মায়ার নাশ হইয়া থাকে। এতদ্বারা ভজনের সুখ স্বরূপতা দর্শিত হইল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন শ্রবণ মননাদি জ্ঞান সাধনও ভগবৎসম্মুখ্যের কারণ ; কেননা ব্রহ্মাকারতাই তদনুভবের হেতু ; অতএব তৎপরম্পরারূপে সাংখ্য, আত্মানাত্ম বিবেক, অষ্টাঙ্গ যোগ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি), এবং কর্ম্মও (নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা) তৎসাম্মুখ্য অর্থাৎ তৎপ্রবণতার কারণ সমূহ। তন্মধ্যে শ্রবণ মননাদি সাধনের কোন প্রকারে ভক্তিত্ব উপজাত হয়। এবং কর্ম্ম, ভগবৎ আজ্ঞাপালন রূপেতে তাঁহাতে অর্পিত হইলে, তাহার ভক্তিত্ব উপপন্ন হয়। এবং জ্ঞানাদির অন্যত্র অনাসক্তি হেতুতাবশতঃ ভক্তি সচিবতা বিধান করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বে যখন উক্ত হইয়াছে যে অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিবে, তখনই কর্ম্ম জ্ঞানাদি অনাদৃত হইয়াছে। কিন্তু শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণা সাক্ষাদ্ভক্তি দ্বারা যে ভজন, তাহাই নিরপেক্ষ রূপে উক্ত হইয়াছে ; কেন না তদ্রূপই শ্রীসূত মুনির উপদেশের উপক্রমেতেই সহেতুক দৃষ্ট হইতেছে যথা "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম" ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাবগত মহাপুরাণের প্রারম্ভে শৌনকাদি মুনিগণ উগ্রশ্রবা নামক সূতকে সর্ব্ব শাস্ত্রের সার জীবের ঐকান্তিক শ্রেয় জিজ্ঞাসা

করেন। তদুত্তরে সূত বলেন "যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজে ভক্তি অর্থাৎ শ্রবণাদিতে রুচি জন্মে তাহাই জীবের পর ধর্ম্ম।" অন্বয় মুখেতে এই রূপ বলিয়া পুনর্ব্যতিরেক মুখেতে বলিয়াছেন যথা—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকসেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ১স্ক॥ ২অ॥

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম বিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম যদি ভগবৎ কথাতে রতি উৎপাদন না করে, তবে সেই সকল ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাকে শ্রম বলিয়াই জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল নাই। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সংসিদ্ধি অর্থাৎ ফলই ভগবৎ সন্তোষ। ভগবানের সন্তোষ নিমিত্ত কৃত যে ধর্ম্ম, তাহাই পর অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিবৃত্তি মাত্র লক্ষণ ধর্ম্ম অর্থাৎ সংসার-বিরতি পূর্ব্বক মোক্ষ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম, তাহাও পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেন না প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মে যেরূপ ভগবৎ বিমুখতা, এই নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মতে ও সেই বৈমুখ্য দোষ তুল্যরূপে রহিয়াছে। যথা নারদ বাক্য :—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং,
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং॥

শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১স্ক ॥ ৫ অ ॥

যতি প্রবর শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা :—

ভক্তি হীন কর্ম্ম যে একেবারে নিষ্ফল, কৈমুতিক ন্যায়ের দ্বারা তাহাই দেখাইতেছেন যথা, সর্ব্বোপাধি নিবর্ত্তক যে ব্রহ্ম জ্ঞান তাহাও ভগবৎ ভক্তি বিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ তাহাতেও

পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হয় না। তবে সাধন কালে এবং ফলকালে দুঃখরূপ যে কাম্যকর্ম্ম, এবং ঈশ্বরে অনর্পিত যে নিষ্কামকর্ম্ম, তাহা কিরূপে শোভা পাইবে? অর্থাৎ ভগবৎ বহির্মুখতা হেতু তাহাতে চিত্ত শুদ্ধি পর্য্যন্ত জন্মে না। অতএব পূর্ব্বোদ্দিষ্ট পর ধর্ম্মই নিরতিশয় শ্রেয়ঃ। এবং ইহা বলা বাহুল্য যে ভগবৎ কথাদি শ্রবণে রুচি রূপ যে পরধর্ম্ম, তাহার চরম ফলই শ্রীভগবদ্ভক্তি। এত দ্বারা তাদৃশ পর ধর্ম্ম হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইল।*

শ্রীবসন্ত লাল মিত্র।
শ্রীবৃন্দাবন।

ফুলের সাজি।

প্রার্থনা পূরণ।

('প্রদীপে' প্রকাশিত 'যাচনা' পাঠে)

তোমার প্রেমের তুলি লয়ে সখা
তোমারি মূরতি আঁকিব—
আমার মরম-অন্দরে!
অমৃত বীণার তানমুখরিত
তোমার স্বরটি রাখিব—
আমার মানস-কন্দরে!
তোমার শতেক অনুরাগ মাখা
বিহগে রাখিব বাঁধিয়া—
আমার সরম-বন্ধনে!
তোমার পায়ের চিকণ নূপুর
জনমে জনমে বাজিবে—
আমার হরষ-নন্দনে!
তোমার হিয়ার সুষমা বিকাশ
চিরতরে সখা করিবে—
আমার পরাণ-রঞ্জন!
তোমার মুখের সুধাহাসি টুকু
জীবনে হইয়া রহিবে—
আমার নয়ন-অঞ্জন।
তোমার আঁখির আকুল বিজলী
ভাসিবে নয়নে, করিবে—
আমার হৃদয়-চঞ্চল!
তুমি মরণ সময়ে একবার এসে
তোমার প্রেমেতে করিও—
আমার আবেশ উজ্জ্বল!

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।
কাঁথি।

—:—

বিনিময়।

সে নিয়ে কৌমুদী রাশি, রেখে গেছে অন্ধকার;
নিয়েছে সুখের গীতি, দিয়ে গেছে হাহাকার।
আশার শীতল ছায়া, সমূলে নিয়েছে হরি;
হতাশের মহাতাপ, দিয়েছে এ প্রাণ ভরি।
লয়েছে কুসুমদাম, যাহার উপমা নাই;
গেছে রেখে মম তরে, শুধু শ্মশানেরি ছাই।
ল'য়েছে সুখের হাসি, রেখে গেছে অশ্রুজল;
নিয়েছে নিকুঞ্জ বন, রাখি ঘোর মরুস্থল।
হ'রেছে সুষুপ্তি মম, দিয়ে গেছে কুস্বপন;
নিয়েছে কামনা সব, দিয়েছে নির্ব্বৃত্তি পণ।
না চাহি এসব মম, যাহা নিয়ে গেছে চলে;
যদি সে ফিরিয়ে চায়, বারেক আপনা বলে।
খুঁজি তারে পথে পথে, আকুল হৃদয়ে একা।
আছি বসে দিবা নিশি, যদি তার পাই দেখা।

শ্রীঅনঙ্গমোহন কাব্যতীর্থ, মেহেরপুর।

"চোক গেল।"

বসিয়া তমাল ডালে কি এক বিষাদ ভরা
ঢালিছে শ্রবণে পাখী সুমধুর ধ্বনি।
পশিয়া শ্রবণে তাহা জাগায় কতকি ভাব
কত উপদেশ বাণী তার স্বরে শুনি।
মানবের উচ্চ আশ বৃথা দম্ভ অহঙ্কার
দেখে দেখে "চোক গেল" কি বলিব হায়!
ভীষণ জীবন স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কেহ
অনন্ত জীবন-পথে চলেছে কোথায়?
মানুষে মানুষে আর নাহিক সে স্নেহ প্রীতি
নাহিক সে ভালবাসা পবিত্র প্রণয়;
জীবন সংগ্রামে ঘোর জর্জ্জরিত দেহ মন
নির্জ্জীব মানবে হেরে আঁখি ভেসে যায়॥
এখন(ও) প্রকৃতিরাণী হেসে হেসে কয় কথা
স্বভাবের মাঝে আছে এখন (ও)মিলন।
কলকণ্ঠ বিহঙ্গাদি গায় সে মিলন গীত
কেন গো মানব তবে ভ্রমেতে মগন?
সাগরের তরে যদি এখন (ও) তটিনী ধায়
ফুল দলে তোষে অলি সুমিষ্ট সঙ্গীতে;
হেসে ঢলে পড়ে যদি চাঁদে হেরি কুমুদিনী
কাঁপে যদি কিশলয় মলয় মরুতে।
স্বভাবের জীব মাঝে বিরাজে প্রণয় যদি
মানবের মাঝে কেন হ'বে না প্রবল?
বৃথা দম্ভ অহঙ্কারে কেন নর মত্ত হ'য়ে
জীবন কুহকে পড়ি' হইবে বিকল?
মানবের পরিণাম প্রতিদিন দেখে দেখে
প্রীতির মাঝেতে থেকে(ও)"চোক গেল" মোর
দুর্ব্বল মানব কুল বুঝেও বুঝেনা কেন
কি আশে পুড়িয়া মরে এ অনলে ঘোর।
প্রকৃতির হাসি দেখে হাসিতে দেখেনা কেন
প্রণয় শেখেনা কেন প্রকৃতির কাছে?
কেন গো দেখেনা হায়, যে স্বর্গীয় শান্তি রাশি
প্রকৃতি দেবীর মাঝে সতত বিরাজে।
তাহলে ত' ঘটে সুখ, জন্মে প্রীতি ভালবাসা
দগধ অপরিচিত হৃদয়ে হৃদয়ে;
তা'হলে বহেগো বেগে, সুনির্ম্মল প্রেম ধারা
ছোটেগো অপূর্ব্ব ভাব হৃদয় প্লাবিয়ে।

শ্রীরাখালদাস রায়, গুপ্তিপাড়া।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ইংরাজি ব্যাকরণ রহস্য।

Box হ'ল একবচনে, বহুবচনে Boxes,
Ox এর বেলা হ'বে কিন্তু Oxen, not Oxes.
Goose হ'ল একটা হাঁস, দুটো হ'লেই Geese,
Mouse যদি একশ' হয়, হবেনাকো Meese.
Mouse এর বেলা একান্তই বোল্‌তে হবে Mice,
House কিন্তু বহুবচনে হবেনাকো Hice.
Man যদি বহুবচনে হয় সদা Men,
Pan কেন ঐ নিয়মে হবে নাক Pen?
Cow অনেক হ'লে হবে Cows or Kine,
Vow এর বেলা হ'বে সদা Vows, not Vine.
Foot হ'ল এক বচনে, বহুবচনে Feet,
Boot এর বেলা বোল্‌তে কভু পারবে নাকো Beet.
Tooth হ'ল একটি দাঁত, অনেক হলে Teeth,
Booth অনেক হলে কিন্তু হবে নাক Beeth.
This যদি একবচনে, বহুবচনে These,
Kiss এর বেলা বহুবচনে নয়কো কেন Keese?
That যদি বহুবচনে বল্‌তে হয় Those,
Hat কেন বহুবচনে হবেনাক Hose?
Cat বা কেন ঐ নিয়মে হবে নাকো Cose?
Brother এর বেলা যে নিয়মে হবে Brethern,
Mother কেন সেই নিয়মে হবেনা Methern?

পুংলিঙ্গে হ'ল যদি He, His, Him,
স্ত্রীলিঙ্গে কেন না হ'বে She, Shis, Shim ?

* * *

তিনটিই সমান। চিত্রকর বিদ্যা শিক্ষার্থী তিনটি যুবকের মধ্যে একজন বলিল "ভাই আমি সে দিন মার্ব্বেল পাথরের অনুকরণে কাগজে একখণ্ড কাষ্ঠ চিত্রিত করিয়াছিলাম, উহা এত ঠিক্ হইয়াছিল যে কাগজ হইলেও জলে ফেলিয়া দিবামাত্র পাথরের ন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "আরে ও ত সামান্য, আমি এক খানা শীতপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য (Landscape) আঁকিয়াছিলাম, তার উপর থারমমিটার রাখিয়া দেখি যে একেবারে জিরো ডিগ্রীর নিচে ২০ ডিগ্রী নামিয়া গিয়াছে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "ও কিছুই নয়, অমি একজন ভদ্রলোকের চেহারা আঁকিয়াছিলাম, উহা এত ঠিক্ হইয়াছিল যে সপ্তাহে দুই বার করিয়া দাড়ি কামাইয়া দিতে হইত।"

* * *

নূতন কবি। সম্পাদক মহাশয়, আমি আপনাকে যে কবিতাটি দিয়াছি উহাতে আমার অন্তরের গভীরতম ও গূঢ়তম ভাব সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সম্পাদক।—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার দ্বারা আপনার অন্তরের ভাব জন সমাজে প্রকাশিত হইবে না, ভয় নাই।

* * *

উকিল। সে তোমায় কোথায় চুম্বন করিয়াছিল ?

প্রতিবাদী রমণী। মুখে।

উকিল। না না, বুঝিতে পারিতেছ না, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

প্রতিবাদী রমণী। (সলজ্জভাবে) তাহার বাহুপাশে।

* * *

রাজ ভ্রাতার বিপদ। কোনও ইংরাজি পত্রে নিম্নলিখিত কৌতুকপ্রদ ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে। বেল্‌জিয়ম্ রাজের ভ্রাতা কাউন্ট অব্ ফ্ল্যানডারস্ ও তাঁহার পুত্র প্রিন্স এল্‌বার্ট একদা শিকারে বহির্গত হন। অনুচরবর্গ হইতে পৃথক হইয়া পড়িলে ও ক্লান্ত বোধ করিলে, তাঁহারা ঐ অরণ্যের অনতিদূরবর্ত্তী কোন একটি ক্ষুদ্র সরায়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আহারাদির পর কাউন্ট দেখিলেন তাঁহার নিকট টাকা কড়ি কিছুই নাই, তিনি পুত্রকে মূল্য ফেলিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! প্রিন্সের নিকটও কিছু ছিল না। তখন ঐ সরায়ের স্থূলাঙ্গী কর্ত্রী অর্থহীন আগন্তুকদ্বয়ের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহারা কাউন্ট অব্ ফ্ল্যানডারস্ ও প্রিন্স এলবার্ট বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিলেন, সরাই কর্ত্রী স্তম্ভিত হওয়া দূরে থাকুক ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিল "তা যদি হয়, তবে আমিও চীন দেশের সাম্রাজ্ঞী।" তাঁহারা এ কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাহাতে সরাই কর্ত্রী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁউরুটি, বিয়ারের বোতল প্রভৃতি উঁহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় একজন অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইলে ও প্রাপ্য মূল্য চুকাইয়া দিলে সমস্ত গোল মিটিয়া গেল।

* * *

পোষ্ট কার্ডের দ্বারা দাবা খেলা। সম্প্রতি উতকামন্দ ও সিংহলে পোষ্টকার্ডের দ্বারা যে দাবা খেলা চলিতেছিল তাহাতে কোন পক্ষের হার হয় নাই। প্রথম বাজি এক বৎসর ধরিয়া চলিয়া

ছিল এবং সিংহলের ঐ বাজিতে জয়লাভ হয়। দ্বিতীয় বাজিতে উতকা মন্দ জয়ী হইয়াছিল, এজন্য উভয় পক্ষেরই সমান সম্মান। জেনারেল বেকারের উদ্যোগে ঐ খেলার অনুষ্ঠান হয়, ক্রকোড ও প্রিডো সিংহল পক্ষের প্রধান খেলোয়াড়।

* * *

বিট্‌কেল্‌ সক্‌। বিখ্যাত সার্‌ জন লবক্‌ একটি বোলতা পুষিয়া ছিলেন, উহা তাঁহার হস্ত হইতে আহারাদি লইত এবং তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত। উহা অজ্ঞাতসারে দলিত হওয়াতে এক বার মাত্র তাঁহাকে হুল্‌ ফুটাইয়া ছিল, আর কখনও ফুটায় নাই। বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রণ কতিপয় ঝিঁঝি পোকা পুষিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত, কখনও বাড়াবাড়ি করিলে একগাছি খড়ের দ্বারা শাস্তি দিতেন। কথিত আছে তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত পোকা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সারা বার্ণহার্ড (Sarah Barnhardt) একটি চিতা বাঘ পুষিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত অভিনেতা এড্‌মাণ্ড কিনের (Edmund Kean) এক পালিত সিংহ ছিল, বৈঠকখানায় উহা খেলিয়া বেড়াইত, বলা বাহুল্য আগন্তুকেরা উহাতে অত্যন্ত ভীত হইত। লর্ড আরস্কিন্‌ (Lord Erskine) একটি হাঁস ও একটি জোঁক পুষিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন একদা সাংঘাতিক পীড়ার সময় ঐ জোঁকই তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

* * *

প্রশ্ন যুগলের এক কথায় উত্তর দান।

তারক অসুরে কেবা করিল নিধন,
কার আবির্ভাবে গৃহ আনন্দে মগন। (কুমার)।

কারে বধি দশরথ শাপে বর পায়,
কারে বাঁধি দাশরথী পশিল লঙ্কায়। (সিন্ধু)।

চকোর বিভোর হয় কার সুধা পানে,
বোম্বাই হইতে প্লেগ এদেশে কে আনে। (ইন্দুর)।

বীজনের সৃষ্টি কোন বৃক্ষ পত্র কাটি।
কি কাটিলে গীতবাদ্য একেবারে মাটি। (তাল)।

সুন্দরে বাঁধিল কোন সুন্দরী হিয়ায়,
কোন ধন বিতরণে আরো বৃদ্ধি পায়। (বিদ্যা)।

* * *

কাপড় হইতে "মসে" তুলিবার উপায়। কাপড়ের যে স্থানে 'মসে' ধরিয়াছে সেই স্থান সাবান দিয়া উত্তম রূপে ঘসিতে হইবে, পরে সেই স্থানে খুব মিহি খড়ির গুঁড়া দিয়া রৌদ্রে বা হাওয়ায় রাখিতে হইবে এইরূপ ৩।৪ বার করিলে কাপড় হইতে কৃষ্ণবর্ণ মসের দাগ উঠিয়া যাইবে।

* * *

কাপড়ে রঙ লাগিলে তাহা তুলিবার উপায়।— রঙ্‌ কাঁচা থাকিতে থাকিতে একখানি নেকড়ায় টারপিন মাখাইয়া সেই ন্যাকড়া দিয়া ঐ কাঁচা রঙের উপর ঘসিলে রঙ কাপড় হইতে উঠিয়া যাইবে। রঙ শুকাইয়া গেলে টারপিনের সহিত আল্‌কোহল মিশাইয়া লইতে হইবে।

* * *

ছুরির ফলা হইতে দাগ তুলিবার উপায়। আলু কাটিয়া সেই কাটা দিক ছুরির ফলার উপর ঘসিলে এবং পরে সাবানের জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে দাগ একেবারে উঠিয়া যাইবে।

* * *

কৌতুহলপ্রদ পত্র। অজ্ঞাত নামা লোকের দরখাস্ত বা পত্রাদি মহারাণীর নিকট পৌছে না। একটি বালিকা একখানি বড় কৌতুহলপ্রদ পত্র লিখিয়াছিল, কার্য্যাধ্যক্ষ সেখানি মহারাণীর নিকট না পাঠাইয়া থাকিতে পারেন নাই, পত্র খানি এই—

"প্রিয় রাণি,

আমার পুতুলটি পর্ব্বতের একটি গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি পৃথিবীর অপর অংশও আপনার শাসনাধীন; তাই আশা করি একজন লোক পাঠাইয়া আমার পুতুলটি সেখান হইতে আনাইয়া দিবেন— ইতি।"

সরলা বালিকা মনে করিয়াছিল যে গর্ত্তটি বরাবর পৃথিবীর অভ্যন্তর ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং একজন লোক পাঠাইলেই অনায়াসে পুতুলটি পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক মহারাণী বালিকার এ প্রার্থনাটি পুরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নাকি একটি নূতন পুতুল পাঠাইয়া ছিলেন।

* * *

আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।—আমেরিকার শিকাগো প্রদেশে এরগো গ্রাফ (Ergograph) নামক একটী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। এই যন্ত্র বালক বালিকার শ্রম সামর্থ্য ও ক্লান্তি নির্ণায়ক। বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত সহরে, যেমন বৈদ্যুতিক যন্ত্র সাহায্যে সে সহরে কত খানি তড়িৎ খরচ হইল জানা

যায়, সেই রূপ এই যন্ত্র সাহায্যে একজন বালক বা বালিকা সমস্ত দিনে কত খানি পরিশ্রম করিয়াছে বা করিতে পারে এবং কতখানি পরিশ্রমে সে ক্লান্ত হয়, তাহা জানা যায়। বালক বা বালিকাকে বেশী কিছু করিতে হয় না। একটী টেবিলে ঐ যন্ত্র রাখিয়া বালক বা বালিকাকে টেবিলের সম্মুখস্থিত চেয়ারে বসাইতে হয়। তৎপরে যন্ত্র হইতে যে একটী রিং বাহির হইয়াছে মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়া ঐ রিংটি টানিলেই সেদিন কতখানি কোন মাংসপেশী কার্য্য করিয়াছে এবং কত দূর ক্লান্ত হইয়াছে তাহা জানা যায়। রিংটা একগাছি দড়ির এক প্রান্তে বাঁধা আছে এবং ঐ দড়ি গাছটী একটী কপি কলের সাহায্যে ঝোলান থাকে। দড়ির অপর প্রান্তে একটী ভার দেওয়া আছে। সেই ভারে একটী কাঁটা লাগান আছে। কম্পাসের ন্যায় একটী কোন ডালার উপর ঐ কাঁটাটী একটী কাগজে আঁটা। স্কুলের শিক্ষকদিগের পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপকারী। তাঁহারা কোন বালক বা বালিকার কতখানি ক্ষমতা সেই বুঝিয়া পড়া দিলে, আর অধিক পরিশ্রমে বালক বালিকার মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা হইবে না।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

১। বসুমতী। ২। প্রতিবাসী। ৩। এডুকেশন গেজেট। ৪। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ। ৫। আলোচনা। ৬। দারোগার দপ্তর। ৭। নব্যভারত। ৮। মহাভারত নাট্যকাব্য। ৯। প্রদীপ। ১০। মুকুল ও কুন্তলীন পত্রিকা। ১১। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী। ১২। The Behar news. ১৩। উদ্বোধন। ১৪। সোম প্রকাশ। ১৪। কমলা। ১৪। উৎসাহ। ১৬। অন্তঃপুর। ১৭। কোহিনুর। ১৮। ফরিদপুর হিতৈষিণী।

অন্তঃপুর—এক খানি মহিলা পরিচালিত মাসিক পত্রিকা, মূল্য বৎসরে ১৲ টাকা মাত্র। মহিলারাই অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরূপিণী, অতএব মহিলা-

দিগের দ্বারা "অন্তঃপুর" পরিচালিত হওয়াই সঙ্গত। বুদ্ধিমতী মহিলাদিগের হস্তে অন্তঃপুরের ভার ন্যস্ত থাকিলে শান্তি, প্রীতি ও শৃঙ্খলার যেরূপ আশা করা যায়, এই পত্রিকা খানির দ্বিতীয় বর্ষের চারি সংখ্যা পাঠে আমাদের সেরূপ আশা হয়। লেখিকাদিগের উদ্যম ও লিপি কৌশল প্রশংসাযোগ্য। আমরা সর্ব্বান্তকরণে "অন্তঃপুরের" দিন দিন উন্নতি কামনা করি, কারণ অন্তঃপুরের উন্নতিতে সাহিত্য ও সংসার উভয়েরই উপকার।

কমলা—প্রথম খণ্ড ২য় ও ৩য় সংখ্যা: টালাবাগান বান্ধব-সমিতি ও পাঠাগার হইতে প্রকাশিত। "অতি স্বল্প মূল্যে সাধারণের মাসিক পত্রিকা পাঠের সুবিধার নিমিত্ত "কমলার" অবির্ভাব, কিন্তু ইহা "প্রয়াসের" আকারের ঠিক অর্দ্ধেক হইলেও মূল্য অর্দ্ধেক না হইয়া এক টাকা হওয়ায় তত স্বল্প বলিয়া বোধ হইল না "কমলার" কাগজ ও ছাপা সুন্দর, অনেক গুলি প্রবন্ধ পাঠোপযোগী, "বিলাতী চাষ" প্রবন্ধটী নূতন ধরণের এবং উপাদেয়। আমরা "কমলার" দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

কোহিনুর—১ বর্ষের ৬য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। "হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত"। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, সকলেরই এই সাধু উদ্দেশ্যে সহানুভূতি থাকা উচিত। হিন্দু মুসলমান উভয়েই কোহিনুরের লেখক, এরূপ ধরণের মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালায় এই প্রথম। একই ঈশ্বরের সৃষ্টজীব হিন্দু তাঁহার মুসলমান ভ্রাতাকে, ও মুসলমান তাঁহার হিন্দু ভ্রাতাকে কেন না আলিঙ্গন করিবে? হিন্দুমুসলমানে যত সম্প্রীতি সাধিত হয় ততই মঙ্গল। প্রার্থনা করি কোহিনুরের উদ্দেশ্য সফল হউক। ইহার স্থায়িত্ব ও উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিলে সুখী হইবে।

উৎসাহ—২য় বর্ষ আশ্বিন। রাজসাহী হইতে প্রকাশিত বার্ষিক মূল্য ১।০ মাত্র। এই সংখ্যার সকল প্রবন্ধগুলিই প্রশংসার যোগ্য "রাজা রামানন্দ রায় প্রবন্ধটির প্রথমাংশ আমরা না দেখিলেও এই সংখ্যায় যত টুকু আছে তাহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। "আশা" নামক পদ্যে বঙ্গ জননী যে রবিবাবুকে শুভ্র মাল্য প্রদানে "চিরন্তন সন্তান" বলিয়া বরণ করিতেছেন, উহা তাঁহার "শুধু স্বপন" ভাবিবার কোনও কারণ নাই। "পরোলোক" পদ্যটী বাস্তবিক উৎসাহ পূর্ণ।

মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত

হিন্দু শাস্ত্র—প্রথম খণ্ড	৫৲
ঐ —দ্বিতীয় খণ্ড	৫৲
বঙ্গবিজেতা	১॥০
মাধবীকঙ্কণ বা যমুনায় বিসর্জ্জন	১॥০
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা	১॥০
মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত	১॥০
সংসার	১॥০
সমাজ	১॥০

পুস্তকগুলি উত্তম কাপড়ে বাঁধাই, ভাল বিলাতী কাগজে ছাপা ও গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি সহিত।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মনোমোহন লাইব্রেরি, ২০৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেসার্স বি, ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ২৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

ক্যানিং লাইব্রেরি, ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেসার্স এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

মেসার্স এস্, সি, বসু এণ্ড কোং, ৭৯।২ হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা

পুষ্পাঞ্জলি—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

শ্রীরসময় লাহা বিরচিত। আকার ক্রাউন ৮ পেজী ৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা, ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি ও ৩২।৭ নং বিডন্ ষ্ট্রীট "প্রয়াস" আফিসে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা
৮ই আশ্বিন ১৩০৪।

পুষ্পাঞ্জলির অনেকগুলি কবিতা পড়িয়াছি। ভাল লাগিয়াছে, রসময় বাবু ভাবুক বটে। শান্ত, সৌন্দর্য্যদর্শী, পবিত্রচেতা ভাবুক। তাঁহার কবিতার ভাব ও দৃষ্টির গভীরতাও আছে। তাঁহাদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যও বাঙ্গালী পাঠকের উপকার হইবে, অপকার হইবে না। ইতি

(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

কলিকাতা
৩০নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের গলি।
১০।৬।১৩০৪

প্রিয় রসময়।

তোমার "পুষ্পাঞ্জলি" পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। গ্রন্থের ভাব ও ভাষার বেশ মধুর সমাবেশ করা হইয়াছে। অনেক স্থানের কবিতাই সুপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। বালিকা, শিশু ও ফুল, কুমারী, যোগিনী, প্রভৃতি প্রস্তাব গুলি বড়ই সুন্দর ও মধুর হইয়াছে। আশা করি তুমি বর্ষ বর্ষ এই রূপ পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পূজাকর।

(স্বাঃ) শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

বাবু রসময় লাহা বিরচিত পুষ্পাঞ্জলি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। ভাষার সরলতায়, ভাবের নিপুণ সমাবেশে, বিষয়ের নির্ব্বাচনে, কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় সনেটের পক্ষপাতী না হইলেও শুদ্ধ কবিতার হিসাবে পুস্তকখানি আদৃত হইবে বিবেচনা করি। অধিকাংশ কবিতাই হৃদয়গ্রাহী বলিয়া কোন একটির বিশেষ উল্লেখ করিলাম না।

অক্টোবর ১৮৯৭ খৃঃ (স্বাঃ) শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

১০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
১।১০।৯৭

পুষ্পাঞ্জলির অনেক গুলি কবিতা পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া আমার বিশ্বাস যে রসময় বাবুর কবিত্ব শক্তি আছে। তাঁহার ভাষা সুললিত অথচ ওজস্বী। কবিতার শব্দ সংস্থান দেখিয়া বোধ হয় বঙ্গ ভাষার উপর তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছে। ইতি

(স্বাঃ) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে লিখিয়াছেন।

পুষ্পাঞ্জলি। শ্রীরসময় লাহা বিরচিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থ খানি কতকগুলি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর সমষ্টি। এই পেলব কাব্য খণ্ডগুলির মধ্যে একটি সুকুমার মৃদু সৌরভ আছে। লেখকের ভাষায় যে একটি মিষ্ট সুর পাওয়া যায় তাহা সরল সংযত ও গম্ভীর এবং তাহাতে চেষ্টার লক্ষণ নাই। যদি এই সকল পুষ্পের মধ্যে ভবিষ্যৎ ফলের আশা থাকে, যদি লেখকের রচনা, চিন্তার বীজে এবং ভাবের রসে ভরিয়া পাকিয়া উঠে, তবেই তাহা সার্থক হইবে, নচেৎ আপন মৃদুগন্ধ ক্ষণকালের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিয়া ধূলিতে তাহার অবসান। যে সকল বসন্ত মুকুলে বৃন্তের জোর থাকে, তাহারাই কালবৈশাখীর হাত হইতে টিকিয়া গিয়া সফলতা লাভ করে; লেখকের এই ক্ষুদ্র কাব্য গুলির মধ্যে নব মুকুলের গন্ধটুকু আছে। কিন্তু এখনও তাহার বৃন্তের বল প্রমাণ হয় নাই।

PUSPANJALI. FLORAL OFFERING.
RASAMAY LAHA.

A collection of sonnets, many of which are really enjoyable. They are written in a chaste and flowing diction and touch the heart by reason of their pathos and simplicity.

THE CALCUTTA GAZETTE,
Wednesday, 30th March, 1898.

দৈনিক সহচর প্রভৃতি অন্যান্য সংবাদ পত্রের অভিমত স্থানাভাবে দেওয়া হইল না।